ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-260 ■ 30 June, 2025 ■ আগরতলা ৩০ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত অনুষ্ঠান

দেশের অগ্রগতি এখন দৃশ্যমান ঃ মোদী

স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা পর্যন্ত ভারতের অগ্রগতি এখন দৃশ্যমান। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেন যে, দেশের ৬৪ শতাংশেরও বেশি মানুষ বর্তমানে কোনও না কোনও সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, ভারত এখন ট্রাকোমা রোগ থেকে মুক্ত, যা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস পরিশ্রম এবং 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' ও 'জল জীবন মিশন'-এর সফলতার প্রমাণ।

মোদী জরুরি অবস্থার ৫০ বছর উপলক্ষে বলেন, জনগণের শক্তিই প্রমাণ করেছে যে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি কতটা মজবুত। তিনি বলেন, "আপতকাল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সংবিধানকে হত্যা করার জন্য," কিন্তু ভারতবাসী কখনও মাথা নত করেনি। তিনি জনগণকে অনুরোধ করেন, সেই সময়ের সংগ্রামীদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে এবং সংবিধান রক্ষায় সদা সতর্ক থাকতে।

তিনি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এই বছর বিশাখাপত্তনমে তিন লক্ষ মানুষ একসঙ্গে যোগ অনুশীলনে অংশ নেন। আদিবাসী ছাত্রছাত্রী, নৌবাহিনীর জওয়ান, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অংশগ্রহণও এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এবারের যোগ দিবসের থিম ছিল 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য', যা 'বাসুধৈব কুটুম্বকম-এর মূল ভাবনাকে সামনে আনে।

তীর্থযাত্রা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৈলাস মানসসরোবর, অমরনাথ ও জগন্নাথ রথযাত্রার মতো ধর্মীয় আয়োজন শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং সেবারও এক বিরাট উপলক্ষ। তিনি বলেন, এই সময় বহু মানুষ ভক্তদের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করেনলঙ্গার, প্যাউ, মেডিকেল ক্যাম্পসবই ভারতীয় সমাজের ঐক্য ও মানবিকতার পরিচায়ক।

আসামের বডোল্যান্ডের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বডোল্যান্ড সিইএম কাপ-এ প্রায় ৭০ হাজার খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন, যার মধ্যে অনেক মেয়ে রয়েছে। এটি বোডোল্যান্ডের শান্তি, উন্নয়ন ও আত্মবিশ্বাসের নতুন ছবি তুলে ধরেছে। পাশাপাশি, মেঘালয়ের এরি সিল্ক, যা "অহিংসা রেশম" নামে পরিচিত, সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এটি স্থানীয় হস্তশিল্পের গর্ব এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদার প্রতিফলন।

মোদী নারীদের উন্নয়নযাত্রার উদাহরণ দিতে গিয়ে তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশের নানা উদ্যোগের কথা বলেনযেমন গিরি স্যানিটারি প্যাড, শ্রীঅন্ন থেকে তৈরি বিস্কুট যা লন্ডন পর্যন্ত যাচ্ছে, এবং কালবুর্গির জোয়ার রুটি যা এখন অনলাইনেও বিক্রি হচ্ছে। এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে, নারীরা কেবল নিজেদের নয়, বরং পুরো সমাজের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে।

তিনি পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের উদ্যোগের কথা বলেন, যেমন মহারাষ্ট্রের রমেশ খারমালে যিনি পরিবারসহ ৭০টি জলধারণ খাদ তৈরি করেছেন এবং গাছপালা রোপণ করে একটি অক্সিজেন পার্ক গড়ে তুলেছেন। একইভাবে, আহমেদাবাদের 'সিন্দুর বন' শহীদদের স্মরণে গড়ে ওঠা এক অনন্য প্রকল্প। "এক গাছ মায়ের নামে" কর্মসূচির মাধ্যমে দেশজুড়ে কোটি কোটি বৃক্ষরোপণও তিনি তুলে ধরেন।

শেষে তিনি মহারাষ্ট্রের পাটোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, "এই গ্রাম সম্পূর্ণ কার্বনমুক্ত। এখানে প্রতিটি বাড়ি থেকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংযোগ স্থাপনের একটি সেতু ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৩তম পর্ব আজ ত্রিপুরাজুড়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী এবং সাংসদসহ অসংখ্য জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠান শ্রবণের আয়োজনে অংশ নেন, যা প্রধানমন্ত্রী ও দেশবাসীর মধ্যে এক নিবিড় সংযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। আজ গঙ্গাছড়া বাজারের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' মনোযোগ সহকারে শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানকে "হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংযোগ স্থাপনের একটি সেতু" হিসাবে বর্ণনা করেন, যা দেশের মানুষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা ও বার্তা বিনিময়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাশাপাশি, খয়েরপুর মণ্ডলের অন্তর্গত ৪৪ নং বুথে এই বিশেষ পর্বে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের জনমুখী অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

বামুটিয়া বিধানসভার পূর্ব গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৪০নং বুথে বৈদ্যনাথ কমিউনিটি হল ঘরে 'মন কি বাত' শোনেন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লামডিং-বদরপুর রুট পুনরুদ্ধার

পুনরায় চালু হল রেল চলাচল

মালিগাঁও, ২৯ জুন।। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের জাতিংগা লামপুর-নিউ হাফলং সেকশনে কিলোমিটার ১০৮/৬-৮-এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মধ্য দিয়ে ট্রেন পরিষেবা পুনরুদ্ধারের ঘোষণা করেছে। আজ, ২৯ জুনথেকে, দুপুর ১২:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টার মধ্যে সীমিতভাবে ট্রেন চলাচল অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং ৩০ জুন সোমবার থেকে সম্পূর্ণরূপে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হবে।

লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের সফল পুনরুদ্ধারের পর, পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দিয়ে ট্রেন চলাচল এখন সুচারুরূপে চলছে। প্রথম খালি পণ্যবাহী ট্রেনটি এই সেকশনে দিয়ে যায় এবং সকাল ১০:২১ টায় নিউ হারাঙ্গাজাও থেকে রওনা হয়, যার ফলে চলাচল পুনরায় শুরু হয়। ট্রেন নং ১৩১৭৫ শিয়ালদহ শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, যা ২৮ জুন যাত্রা শুরু করেছিল, কোনও বাধা ছাড়াই পুনরুদ্ধার করা সেকশন অতিক্রম করা এটি প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন। এর পরেই ট্রেন নং, ১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও তার মূল রুটে নির্বিঘ্নে চলাচল শুরু করে। এছাড়াও, রঙিয়া থেকে একটি বিশেষ রিলিফ ট্রেন সফলভাবে চলাচল করে এবং আগরতলার দিকে যাওয়ার সময় ক্ষতিগ্রস্ত সেকশন অতিক্রম করে, যার ফলে আটকে পড়া যাত্রীদের চলাচল সহজতর করে এবং এই অঞ্চলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করে।

ক্রমাগত ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কি.মি. ১০৮/৬-৮ এর মধ্যবর্তী সেকশনটি একাধিক ভূমিধসের ফলে গম্ভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে যাত্রী এবং মালবাহী ট্রেন উভয় পরিষেবাতেই যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। পরিস্থিতি পুংখানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন এবং পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা তদারকি করার জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, চলমান কাজের পর্যালোচনা করেন এবং উক্ত স্থানের ফিল্ড টিমকে অনুপ্রাণিত করেন। তার নির্দেশনায়, সর্বাধিক ম্যানপাওয়ার এবং ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার বহু, রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা

ইম্ফল, ২৯ জুন।। মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় একাধিক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে এবং উদ্ধার হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অস্ত্র ও গুলি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চালানো এই অভিযানে উগ্রপন্থা, অস্ত্র মজুদ ও যানবাহন চুরির মতো অপরাধে যুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

থোবাল জেলার লিলং চাওবক এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে সৈয়দ রিয়াজ নামে এক ব্যক্তিকে, যাঁর বিরুদ্ধে যানবাহন চুরির অভিযোগ রয়েছে। অভিযানে তাঁর বাড়ি থেকে একটি নিবন্ধনবিহীন নীল রঙের টু-হুইলার, একটি চাবি এবং সংশ্লিষ্ট আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। লিলং থানার অধীনে এই অভিযান চালানো হয়।

এদিকে তেনগনৌপাল জেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি অস্ফোটিত বোমা উদ্ধার করে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্কতায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং নিরাপদে তা নিষ্ক্রিয় করে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উগ্রপন্থী দমনে পৃথক অভিযানে নিরাপত্তাবাহিনী গ্রেফতার করেছে তিনজন সক্রিয় ক্যাডারকে। তেনগনৌপাল জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন বর্ডার পিলার নম্বর ৮৭-এর কাছে এক উগ্রপন্থীকে আটক করা হয়। একইভাবে ইম্ফল পশ্চিম জেলার কৈশামথোং মেনিং লঞ্জম লাইকাই এলাকায় একজন এবং বিষ্ণুপুর জেলার ওইনাম উষাখাংদাবি এলাকা থেকেও আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে ইম্ফল ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনাগারে আসামির রহস্য মৃত্যু এনসিসি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ জুন।। বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আজ সকালে এক সাজাপ্রাপ্ত আসামির রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কৈলাশ রায় (৬৫), যার বাড়ি আগরতলার খেজুর বাগান এলাকায়। তার এই আকস্মিক মৃত্যু কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় কৈলাশ রায়ের পরিবারের সদস্যরা এনসিসি থানা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

'ছেলের অপরাধে' বাবার জেল, তারপর রহস্যজনক মৃত্যু

পরিবারের অভিযোগ, কৈলাশ রায়ের ছেলে আদালতের সমন ছিঁড়ে ফেলেছিল। সেই ঘটনায় ছেলের বিরুদ্ধে মামলা হয়। কিন্তু ছেলে পলাতক থাকায় পুলিশ তার বাবা কৈলাশ রায়কে গ্রেফতার করে। পরে ছেলে আত্মসমর্পণ করলেও, আশ্চর্যজনকভাবে কৈলাশ রায়কে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাকে প্রথমে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয় এবং তারপর জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আজ সকালে প্রভুরামপুরস্থিত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই তার মৃত্যু হয়।

কৈলাশ রায়ের পরিবারের দাবি, তাদের নিরপরাধ স্বজনের মৃত্যু হয়েছে পুলিশের গাফিলতির কারণে। তারা অভিযোগ করছেন, সম্পূর্ণ বিনা দোষে কৈলাশ রায়কে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানেই রহস্যজনকভাবে তার জীবনাবসান হলো। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষী পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবিতে তারা এনসিসি থানা ঘেরাও করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। দ্রুত এই মৃত্যু রহস্যের কিনারা করার দাবি উঠেছে সর্বমহল থেকে।

ছেলে ও পুত্রবধূর হাতে আক্রান্ত বৃদ্ধ মা ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। পুত্র ও পুত্রবধূর হাতে আক্রান্ত হলেন মা বিভা শীল। পুত্র এবং পুত্রবধূ মিলে উনার যাবতীয় আসবাবপত্র নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ বিভা শীলের। খোয়াই মহিলা থানায় ঘটনার বিবরণ দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তবে মহিলা থানার বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন বিভাশীল।

ঘটনার বিবরণে ওই মহিলা জানিয়েছেন, ছেলে কাজল শীল এবং পুত্রবধূ যমুনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে বিভা শীলের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। বৃদ্ধ মহিলার ভরণপোষণ দেন না ওনার ছেলে। তাই বাধ্য হয়ে মেয়ের বাড়িতেই ছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ আগে বাড়িতে এসে দেখতে পান উনার ঘরে তালা দিয়েছে ছেলে এবং পুত্রবধূ। উনাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি ঘরের মধ্যে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মুখে কাপড় বেঁধে হামলা দুষ্কৃতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুন।। রাজবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এক হোটেলে হঠাৎই হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাজবাড়ি রেলস্টেশন এলাকায় কন্টিনেন্টাল নামক একটি হোটেল রয়েছে। রবিবার দুপুর প্রায় দুটো নাগাদ হঠাৎ গাড়ি করে ৭-৮ জন দুষ্কৃতি হোটেলের সামনে আসে। তাদের প্রত্যেকের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। গাড়ি থেকে নেমেই তারা হোটেলে আক্রমণ করে। হোটেলের বিভিন্ন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ জুন ।। ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। কৈলাসহর থানার পুলিশ শনিবার রাত্রিবেলা উত্তর কাচেরঘাট এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। এব্যাপারে রবিবার দুপুর বেলা সংবাদ মাধ্যমকে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান ,গতকাল সন্ধ্যাবেলা পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে ইরানি থানার অধীনে, ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত মাখন চন্দের ছেলে গোবিন্দ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব ঃ মাস্টার পাড়া পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্গত ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়া এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় জন্ডিস রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার আজ মাস্টারপাড়াস্থিত গীতা মন্দির প্রাঙ্গণে এক পর্যালোচনা ও সচেতনতা সভা করেন। সভায় আগরতলা পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিল্পী সেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রঞ্জিত বিশ্বাস, আগরতলা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের এসিস্টেন্ট মিউনিসিপাল কমিশনার রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের ডিভিসান ওয়ানের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোপী মজুমদার, সদর মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর সুবর্ণ মুরাসিং সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং এলাকার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর এবং আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে জন্ডিস রোগ মোকাবেলায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার খোঁজখবর নেন। জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন সংস্কার, প্রয়োজন অনুসারে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৩০ জুন ২০২৫ ইং
১৫ আষাঢ়, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পুষ্টি প্রকল্প সবল করিতে হইবে

আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন ক্রমশই ম্লান হইয়া যাইতেছে। পুষ্টির অভাবে শিশুরা রোগ আক্রান্ত হইতেছে। মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে দেশের সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করিলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের শীর্ষ ও মায়েদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ব ক্ষুধা তালিকার দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইলে ইহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ভারতকে এই অবস্থান হইতে উত্তরণের জন্য সরকারকে আরো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা অস্বীকার করলেই বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশ আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট নাকচ করিয়া নিজেদের স্বনির্ভর বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। এই ধরনের অবস্থান মোটেও সুখকর নয়।

২৮ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ক্ষুধা দিবস। ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় ওয়ার্ল হাঙ্গার ডে। বর্তমানে দেশে চলিতেছেলোকসভা ভোট। প্রত্যেক রাজনীতিক দলইভোট টানিতে দিয়া চলিয়াছেন একের পর এক প্রতিশ্রুতি। কেউ বছরে ১ লক্ষ তো কেউ রেশনের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এইপ্রতিশ্রুতির পেছনে আসলে দেশের জনগণের কি হাল তাহা কি জানেন? মসনদে আসীন পদ্ম শিবির যাই বলুক না কেন দেশের ক্ষিদের আসল ছবি দেখাইয়া দিয়াছে ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচক। এই সূচকে যে তথ্য মিলিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । ভারত যে নম্বর পাইয়াছে তাহাকে বিপজ্জনক বলাই ভালো। ১২৫টি দেশের মধ্যে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১১১ নম্বরে। ১০০ সূচকের মধ্যে ভারত ২৮.৭ নম্বর পাইয়াছে। অথচ দেশের দারিদ্রজনিত ক্ষুধার হাহাকার নিরাময়ে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন তৈরি হইয়াছে ২০১৩ সালে।

সবথেকে লজ্জার রেকর্ড গড়িয়াছে ভারত। শিশু অপুষ্টি ও মৃত্যুর হারে গোটা বিশ্বে ভারত সবার উপরে আসন পাইয়াছে। যাহার হার ১৮.৭ শতাংশ। তাহার আগের বছর ভারত ছিল ১০৭ নম্বরে। যদিও এইরিপোর্টকে ভুয়ো বলিয়া ২০২৩ সালেও কেন্দ্র জবাবদিহিতে বলিয়াছিল।

দেখা গিয়াছে, দেশের ৮৯ শতাংশ শিশু, যাহাদের বয়স ৬-২৩ মাসের মধ্যে, তাহাদের কপালে ন্যূনতম পুষ্টিকর খাবার জোটে না। যাহার ফলে রক্তাল্পতার অসুখে ভোগে তাহাদের অধিকাংশই। প্রসূতি থেকে ১৫-৪৯ বয়সি মহিলা এবং ৬ বছরের নীচে শিশু ও কৈশোরে পা দেওয়া নাবালক সকলেই এই রক্তের অভাবের শিকার। ২০১৪ সালে ভারত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ৭৬টি দেশের মধ্যে ৫৫ নম্বরে ছিল। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সামান্য উপরে হইলেও নেপাল ও শ্রীলঙ্কার তলায়। বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলির থেকেও নীচে রহিয়াছে আত্মনির্ভর ভারত। শিশু ও মায়েদের আরো বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা জরুরী। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই যাতে মাতৃ গর্ভে পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পালিতানায় সাইকেলে ''ফিট ইন্ডিয়া সানডে''-তে নেতৃত্ব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য, দেশজুড়ে ৬ হাজার স্থানে অনুষ্ঠিত কর্মসূচি

পালিতানা, ২৯ জুন: 'স্বচ্ছতা সেনানি'-দের সঙ্গে নিয়ে পালিতানার রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে 'ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল'-এর বিশেষ সংস্করণে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য। গুজরাটের ভাভনগর জেলার পালিতানায় আয়োজিত এই সাইকেল র‍্যালির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রবিবার একযোগে দেশের ৬,০০০ স্থানে একই রকম কর্মসূচি পালিত হয়।

এই উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের কর্মী, স্থানীয় পৌর কর্মচারী, সাফাইকর্মী, রাজ্য ও জেলাস্তরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া এই সাইকেল অভিযানের এটি ছিল ২৯তম সংস্করণ। ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ, যা এটিকে দেশের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রচেষ্টার মর্যাদা দিয়েছে।

পালিতানার স্থানীয় সাইকেল ক্লাবগুলি এবং সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। নিজের শহর পালিতানায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. মাণ্ডব্য বলেন, "২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধন করা ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন আজ রবিবারের এই সাইকেল অভিযানের মাধ্যমে এক গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এটি আর কেবল একটি প্রচার নয়এখন এটি এক সামাজিক সচেতনতার প্রতীক। আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাইকেল চালনাকে একটি ট্রেন্ড করে তুলতেই হবে।"

তিনি বলেন, "স্বচ্ছতা সেনানিরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা একে অপরের পরিপূরক। প্রত্যেক নাগরিকবড় হোক বা ছোট'বিকসিত ভারত'-এর লক্ষ্যে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারেন।"

শুধু বড় শহরই নয়, ছোট শহর ও মফস্বলেও সকালের হাওয়ায় সাইকেল চালিয়ে রাস্তায় নামেন হাজার হাজার মানুষ। দিল্লির কান্নট প্লেসে প্রায় ১,০০০ সাইকেল আরোহী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। রাহগিরি ফাউন্ডেশন ও নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (ঞ্জঙ্গঞ্চ্ঞ্ছ)-এর সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ ও প্রাক্তন কমনওয়েলথ স্বর্ণপদকজয়ী বাবিতা ফোগাট। তিনি বলেন, "এ ধরনের ইভেন্ট শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবে আমাদের অনেক স্বস্তি দেয় এবং যুবসমাজকে সক্রিয় জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।"

কর্মসূচির পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় জুম্বা, দড়ি লাফ, লোকনৃত্য, নাটক, যোগব্যায়াম এবং ওপেন মাইকের মতো নানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। দড়ি লাফের নেতৃত্ব দেন ড. শিখা গুপ্তা।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মাণ্ডব্যর হাত ধরে শুরু হওয়া এই 'ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল' কর্মসূচি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে, সাইক্লিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ঞ্চচ্জ্জ), মাই ভারত এবং যোগাসন ভারত-এর সহযোগিতায় দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও পর্যন্ত ১১,০০০-এর বেশি স্থানে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ। দেশের ২,০০০-এর বেশি সাইকেল ক্লাব এই অভিযানের অংশ এবং প্রতি রবিবার সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। 'খেলো ইন্ডিয়া' কেন্দ্র, রাজ্য পর্যায়ের কেন্দ্র, ছঞ্জ্জ ট্রেনিং সেন্টার, অ্যাক্রেডিটেড অ্যাকাডেমি, আঞ্চলিক ও জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসব মিলিয়ে এক বিশাল নেটওয়ার্ক এই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করছে।

ড. মাণ্ডব্যর কথায়, "এই উদ্যোগ শুধু শরীরচর্চা নয়, সচেতন নাগরিক গড়ার মাধ্যম। আমরা চাই পরবর্তী প্রজন্ম স্বাস্থ্যবান হোক, সচেতন হোক এবং দেশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করুক।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গবিভাগের জন্য দায়ী করা অনৈতিহাসিক

শান্তনু রায়

বিনা আড়ম্বরেই চলে যায় তাঁর জন্ম ও প্রয়াণবার্ষিকী। সাধারনভাবে তাঁকে নিয়ে বর্তমান সমাজপরিসরে তেমন কোন আগ্রহ না থাকলেও প্রয়াণের সোওয়া শতক পরেও তাঁর বিরুদ্ধে আলোচনা চর্চা ও সমালোচনার নামে চর্বিত চর্বণে সেই একই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে নর থাকে পণ্ডিতম্মন্যতার নতুন নতুন 'গবেষণা'য়। ধর্মীয় ভিন্নতাজনিত কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েনের আলোচনায় যথারীতি বারবার আসে বঙ্কিমের বহুচর্চিত আনন্দমঠ উপন্যাসটি। অভিযোগও সেই বহুদা জ্ঞাপিত পুরাতন যার জীবৎকালেও তিনি হয়েছিলেন এক একশ্রেণীর দ্বারা সমালোচিত।

বাংলাদেশের একাংশের কাছে ইদানীং জনপ্রিয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফা তাঁর শতবর্ষের ফেরারিঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭) গ্রন্থে "মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি কর্মের মধ্যে রাষ্ট্রই হলো সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়" উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন কিন্তু রাষ্ট্র যে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণের নিয়ন্তা সে এর জিনিসটি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির মানস ফুড়ে জন্মাতে পারেনি। একমাত্র এক বত্তিমচন্দ্রই ছিলেন ব্যতিক্রম। বঙ্কিম ছিলেন আধুনিক বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম, রাষ্ট্রবেত্তা। তিনি এও স্বীকার করেছেন-বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের । উন্মেষ পর্বে বঙ্কিমের চিন্তা এমন একটা গভীর ড় মর্মকো সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো, অনুশীলন এবং যুগান্তর দুটি সন্ত্রাসপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা । বঙ্কিমকে তাদের গুরু এবং আনন্দমঠ গ্রন্থটিকে এর প্রেরণা পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্দরমহলে একটা টানাপোড়েন ছিল এবং আছেও ধর্মীয় বা শ্রী সাংস্কৃতিক ভিন্নতাহেতু বা পারিপার্শিক অন্য এর কোন কারণে-এ রূঢ় বাস্তব। প্রসঙ্গত প্রায় এর পচানব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে -এ শুধু প্রভেদ নয় বিরুদ্ধতা আছে একথা মানতেই হবে। এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের এবং মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা তা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গন্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা এই পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা প্রং ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দু'ই পক্ষই সে আপন ধর্মের অভিমানকে উচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ স্ত্র সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও কোনো হা হাঙ্গামা বাধেনি। কিন্তু এক সময়ে যে কারনেই এ। হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল এবং তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া এর পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। (কালান্তর) রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই "একসময়" কখন কিভাবে এল এবং তাতে কার কি ভূমিকা ছিল এক সে বিচার বিশ্লেষন এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। এর তেমনই নয় পরস্পরকে ঠেকানো ও এক খোঁচানো'র সেই প্রয়াসের চরম পরিণতিতে যে এত তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগপূর্বক ক্ষমতা এরা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়েছিল তারই স্বাভাবিক প্রভাবজনিত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরুপতা সময়ের সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে না পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পরেও আরও ব্যাপ্ত ও নব-বিদ্বেষ বিষে জারিত ও পোক্ত হয়েছে সে বিচারও।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিম-মানসেও ছিল-বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এইক্ষণে পৃথক-পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাংলার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। একথাও স্মর্তব্য যে বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বরাও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি।

তথাপি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আনন্দমঠের স্রষ্টা বিধায় বঙ্কিমকে কেবল হিন্দু জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার "অপরাধে" চিহ্নিতকরণের এক মানসিকতা বিধৃত বিংশ শতকের উপান্তে দাঁড়িয়েও আহমদ ছফা কৃত বঙ্কিম মূল্যায়নেও। ওই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন "যদি বাংলাদেশ বিভাগ করার কোন একজন বাক্তিকে দায়ী করতে হয়, তিনি অবশ্যই বঙ্কিম"।

১৯০৭৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রণোদনায় ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনের তথ্য স্মরণে রাখলে বাংলাভাগের (১৯৪৭) জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিযুক্ত করার প্রবণতায় ইতিহাস চর্চায় অমনোযোগই সূচীত করে। কারণ প্রথমত মধ্যবর্তীকালের ইতিহাস যথাযথ পর্যালোচনা করলে ঐ মন্তব্যটি বঙ্কিমনিন্দায় সোৎসাহে ব্যবহৃত হলেও (যেমনটি নজরে এল সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে। অতি-সরলীকরণ, অতিশয়োক্তি এবং বিদ্বেষ-বিষে সত্য বিমুখতার দোষে দুষ্ট প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। উল্লেখ্য ঠিক পরের বাক্যটিতেই ছফা স্বীকার করেছেন অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন, বাংলা এবং ভারত বিভাজনের মাল মসলাসমূহ এই দেশীয় সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে অনুকুল পরিস্থিতির প্রতীক্ষা করেছিলো। ইতিহাসের চোরাগোপ্তা স্রোতসমূহ বঙ্কিম মানসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁকে দিয়ে ইতিহাসের ধাত্রীর। ভূমিকা পালন করিয়ে নিয়েছিলো। বঙ্কিম ইতিহাসের যন্ত্রের কাজটিই করেছিলেন।

বস্তুত তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটি এভাবে ভেবে নিলেই সঠিক হয় যে সে সময়ে পরাধীন দেশের জাতিগঠনে, হতমান দেশবাসীর "মুচ মুক গ্নান মুখে" ভাষ্য যোগানোর জন্য এমন রচনাই যুগের দাবি। ছিল। বরং একথাও বলার যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "nation Inailder" তিনি এক মুহূর্তের তরে বিস্মৃত হন নি স্বদেশের কথা। এই গঠনের কাজটি, যার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা সেই সময় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে করে গেছেন সারা জীবন। সেই প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রাণপ্রতিষ্ঠার ইসলাম বিদ্বেষের "অপরাধ" প্রমাণে নিছক তাঁর উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর সংলাপ কিংবা "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনায় উদ্বুদ্ধ করাকে উদাহরন হিসেবে উত্থাপন কতখানি সমীচীন তা ভেবে দেখার মতো।

ঘটনা হলো আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়ায় প্রায় তেইশ বছর পরে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল বাংলায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে এক বর্নময় চরিত্র যিনি একাধারে রবীন্দ্রসুহৃদ আবার তীব্র ইংরেজ বিরোধী যার দেশপ্রেম ছিল নিখাদ তিনি তাঁর "সন্ধ্যা" পত্রিকায় উদ্দীপক লেখনীতে ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং আনন্দমঠের দৃষ্টান্তের উল্লেখে দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের জন্য বাংলার তরুণদের প্রতি ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীদের (ছফা-কথিত সন্ত্রাসবাদী নন। অনেকের কাছে আনন্দমঠ ছিল অবশ্য পাঠ-সত্য। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মীয় রাদবিচারের কোন অনুষঙ্গ ছিলনা। তথাপি এই আলোচনায় যদি এমন অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছন যে আনন্দমঠ পাঠ করে কিংবা বঙ্কিম সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে "তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুন বিপ্লবীরা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মরণপন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন" তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবের বিপ্রতীপ। বর্তমান আবহে "ন্যাশনালিজম" শব্দটিতে কোনো কোনো মহলে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি ও একধরনের বীতরণে প্রায়শ সমালোচনা হয় যে আসলে জাতীয়তাবাদের জন্য একটি "অপর" প্রয়োজন হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বে সব দেশই জাতীয়তাবাদী ভিন্ন ভিন্ন রূপে। হ্যাঁ, তথাকথিত বামপন্থীরা অকুঞ্চন করলেও এও সত্য যে পূর্ব ইউরোপের এবং অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এমনকি সোভিয়েত রাশিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। কারন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ দেশগঠনের অন্যতম উপাদান, এর সঙ্গে অবশ্য ধর্মীয় অনুষঙ্গ সম্পর্কিত নয়।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদগাতা বঙ্কিমের "ধর্মতত্ত্বে" আয়াস্বরূপ (দ্বিতীয় সত্তা) শুরুর উক্তিটি-আমি তোমাকে যে দেশগ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম নয়। ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম এর তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দূরন্ত প্যাট্রিয়টিজম এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসমূহ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত।

১৮৮২-তে আনন্দমঠে'র প্রকাশে যাঁরা বঙ্কিম মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের নির্মাতায় রূপান্তরিত এমন একটি "অভিনব" আখ্যান নির্মাণের প্রয়াসী তাঁরা সচেতনভাবে বিস্মৃত যে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত "সীতারাম" বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাস যার আট বছর আগে ১৮৭৯ এ "সাম্য" রচনার প্রায় সাত বছরের মধ্যে ১৮৮৬-তে "কৃষ্ণচরিত্র" ও ন'বছর ব্যবধানে ১৮৮৮তে রচিত হল "ধর্মতত্ত্ব" এর মত গ্রন্থ, যেখানে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যের নবমানবতাবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত এক বঙ্কিমকে পাওয়া যায়।

"আনন্দমঠে"র সমসাময়িক তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ" কিংবা পরবর্তী "সীতারাম" এ মুসলমান ফকির চাঁদশাহের বয়ানে সীতারামের উদ্দেশ্যে বলা কথাগুলিতে ব্যক্তি বঙ্কিম-মননের যে রূপ প্রতিভাত হয় সেই গুরুত্বপূর্ন দিকটিও অনেক সমালোচকের নজর এড়িয়ে যায়। আনন্দমঠেরও শেষ অংশে বঙ্কিম মহাপুরুষের বয়ানে বলেছেন, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম... প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। বস্তুত বঙ্কিমকে "হিন্দু জাতীয়তাবাদী" আখ্যা দেওয়া আসলে ইতিহাসের এক বামপন্থী অপব্যাখ্যা মাত্র বলে মনে করেন অনেক ইতিহাসবিদ। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন বিচার করতে গিয়ে আহমদ ছফাও স্বীকার করেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক এ মতের অনুসারীদের মধ্যে যেমন হিন্দু লেখকেরা আছেন তেমনই তিনি সত্যিকারভাবে একজন অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন লেখক এই মতাবলম্বীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ আবার মুসলমান। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য বীরভূমের সুসন্তান পরবর্তীকালে বহরমপুর নিবাসী সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীম মহাশয়ের নাম। মহম্মদ আলী জিন্নার চৌদ্দ দফা শর্তের বিরুদ্ধে প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর জোরালো এক লেখা প্রকাশিত হলে সেসময়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। আনন্দমঠ সম্বন্ধে একশ্রেণীর মুসলমানদের তীব্র বীতরাগের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের আদ আদর্শের অনুসারী না হয়েও মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানোয় নিরলস প্রয়াসী রেজাউল করীম ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ" গ্রন্থে লিখছেন, "কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইসলাম ধর্মকে আক্রমন করিয়াছেন?... ইসলামের রীতিনীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতির প্রতি তিনি কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ইসলাম বিদ্বেষী বা মুসলমানের শত্রু মনে করিবার কোন কারন থাকিতে পারে না"।

শিল্পকলাকে কেবলমাত্র শৈল্পিক মাপকাঠিতে বিচারের তত্ত্বে অনাগ্রহী বিদ্বজ্জনেরাও সম্ভবত অজানা নয়, যে বঙ্কিমের এই উপন্যাস "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে রেজাউল করীম আট দশক আগেই তাঁর ওই গ্রন্থে কি বলেছিলেন- আনন্দমঠ শুধু আনন্দ দেয় নাই, দিয়াছে প্রাণ, দিয়াছে উৎসাহ, প্রাণের পরতে পরতে ছুটাইয়াছে আগুনের ফোয়ারা। প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছে দেশাত্মবোধের মহান আদর্শ।... আনন্দমঠ না থাকলে পরবর্তী যুগের কোন আন্দোলন (যেমন স্বদেশী, হোমরুল, খিলাফত, অসহযোগ) সার্থক ও পূর্ণ হইত না... স্বদেশীযুগ হইতে এ পর্যন্ত জাতীয় জাগরনের জন্য যে সব আন্দোলন হইয়াছে, আনন্দমঠ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহার সবটাতে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।... আনন্দমঠের সুমধুর "বন্দেমাতরম" ধ্বনির তালেতালে জাতি ভেদাভেদ ভুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কর্তব্যের আহ্বানে-দেশের উদ্ধারের কাজে। আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করিয়াছে অমর বঙ্কিমচন্দ্রের একটিমাত্র সঙ্গীত বন্দেমাতরম। আবার ত্রিশের দশকে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে চরম বঙ্কিম-বিদ্বেষে ১৯৩৮-এ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষে যখন কলকাতায় প্রকাশ্যে আনন্দমঠ পোড়ানো হয় উৎকট উল্লাসের মাকে, তখনও রেজাউল করীম একে মধ্যযুগের বর্বরতা আখ্যা দিয়ে গভীর দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, আহমদ ছফার বঙ্কিম বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা দেশেরই বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকও, যাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ উপন্যাস পরিষদের উদ্যোগে "বত্তিমচন্দ্র: সার্ধশত জন্মবর্ষে" শীর্ষক যে অনুষ্ঠান হয় বিরোধিতা আসে তখনকার রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরসাদ আরো কিছু ব্যক্তি ও এমনকী কিছু সংবাদপত্রের থেকেও। প্রসঙ্গত, তাঁর একমাত্র সন্তান নিহত হন একটি জেহাদী গোষ্ঠীর হাতে ২০১৫-বা। যাহোক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রেকর্ডকৃত বক্তৃতা এবং আরো কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় "বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশতবর্ষে" নামে গ্রন্থ। এরই প্রতিক্রিয়ায় আহমদ ছফা লেখেন শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র। ফজলুল হক লিখছেন (ভোরের কাগজ সাময়িকী, ২৮ জুন, ২০২৪)- ১৯৩৮ সালে বষ্টিম জন্মশতবর্ষ উদযাপনকালে কলকাতার গড়ের মাঠে মওলানা আক্রম খাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত "আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব" এবং ১৯৯০-এর দশকে প্রকাশিত আহমদ ছফার "শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র" অনুধাবন করলে বোঝা যায় "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী" চিন্তাধারায় বঙ্কিম-বিদ্বেষ কত প্রবল। বলাই বাহুল্য, প্রায় সওয়া শতক আগের বঙ্কিম-মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন বিংশ শতকের উপান্তে একটি রচনাংশের প্রসঙ্গ জ্ঞানে বিক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করে সম্পন্ন হলে বিভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমকে বিচার করতে হবে তাঁর সমসাময়িক সমাজ ও কালের প্রেক্ষিতে সময়ের দাবিরও আবহে, আজকের দিনের নিরিখে যেমন নয় তেমনই নয় গত নব্বই দশকের পড়শি দেশের আবহে। তখনকার বাংলাদেশের আবহ খানিকটা হয়ত আন্দাজ করা যায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনের বাংলাদেশ। বাঙালি মানস, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা গ্রন্থে (২০০৭) গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণ থেকে বাংলাদেশে গত এক দশকে মৌলবাদের উত্থানে বাংলাদেশ, বাঙ্গালির রাষ্ট্র থেকে মুসলমানদের রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং ১৯৭৫-এর পর থেকে এ ধারণাটাই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে শাসক দলের তরফ থেকে তো, বিদেশি প্রচার মাধ্যমেও যে এটি মুসলমানেরই আবাসভূমি। উল্লেখ্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ তালাল আসাদকে উদ্ধৃত করে ড মামুন লিখেছেন- তালাল আসাদ নির্ধাবিত মাপকাঠিতে বর্তমান বাংলাদেশকে বিচার করলে অবশ্যই আধুনিক বলা যাবে না, বরং ১৯৭১-এর বাংলাদেশ সে মাপকাঠিতে হয়ত উতরে যেতে পারে।

অধ্যাপক ফজলুল হক আরও বলেছেন, আমার ধারণা, স্বাধীন মূল্যবোধ ও যুক্তি অবলম্বন করে ইতিহাসবিচার করলে এবং বঙ্কিমের উপযোগিতা বুঝতে চাইলে এই বঙ্কিম বিদ্বেষ থাকবে না। ওই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আরও বলেছেন যে বাংলাদেশে উন্নত নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার রেনেসাঁস ও বঙ্কিম চন্দ্রের পুনপঠি আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ একথা স্বীকার করে নিয়েও বঙ্কিম হিন্দু জাতীয়তাবাদী ছিলেন। বিচার করতে গেলে দেখা যাবে তাঁর চিন্তা যতটা ধর্মীয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতান্ত্রিক। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময় থেকে রাজনৈতিকভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ নিয়ে সামনে আসতে থাকে। তখন থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির কারণে ও প্রভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মানবতান্ত্রিক দিকটি বহুলাংশে চাপা পড়ে যায়। আহমদ ছফার "শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র"-এই নামটি স্বাধীন বাংলাদেশের এক ধারার লোকদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছে। তারা যে বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা আহমদ ছফার চিন্তাকে ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। তাদের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রবল। অথচ বস্তিমচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তাঁর উপন্যাসে যে অসংখ্য মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ধর্মবিদ্বেষী হওয়ার অভিযোগ কেবল অসত্য অনৈতিক নয় এর দ্বারা নিজ মনের ধর্মীয় কলুষতার প্রকাশই ঘটে।

এ বঙ্গেও পরিকল্পিত (অপ) প্রয়াসের ক্ষান্তি নেই আজও। একাজে কখনও ঢাল করা হয় বদ্বিম-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর উক্তিকে কখনো প্রেক্ষিত বিচারে অমনোযোগে মীর মোসারফ হোসেনের "বিষাদসিন্দু"র মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাসূচক মন্তব্যেরও অপব্যাখ্যায়। অথচ বদরুদ্দীন উমরের "মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন" প্রবন্ধ কিংবা গবেষক রফিউদ্দিন আহমেদের The Bengal Muslims ১৮৭১-১৯০৬. A quest for identity গবেষণামূলক গ্রন্থে ঋদ্ধ অনেকেরই স্মরণে আসতে পারে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্রও কত আগেই তো বলেছিলেন, যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমন গর্ব থাকিবে যে, তাহারা ভিন্নদেশীয়, বাংলা ভাষা তাহাদের ভাষা নহে, তাহারা বাংলা লিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করাইবেন ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)ড

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কুমিল্লায় হিন্দু নারী ধর্ষণ: উত্তাল জনতা, গ্রেপ্তার ৫, দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড়

কুমিল্লা, ২৯ জুন: গত ২৬শে জুন শনিবার রাতে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার একটি গ্রামে এক ২৭ বছর বয়সী হিন্দু নারী নিজ বাড়িতে পাশবিক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই বর্বরোচিত ঘটনাটি জনসমক্ষে আসার পর দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই ঘটনার বিচার চেয়ে রবিবার ভোর থেকেই আন্দোলনে নেমেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা নারীর ওপর হামলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি সকলের নজরে আসে। ভিডিওতে ওই নারীকে নগ্ন অবস্থায় নির্মমভাবে মারধর করা এবং আক্রমণকারীদের কাছে আকুতি জানাতে দেখা যায়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এ পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ৩৬ বছর বয়সী স্থানীয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা ফজর আলী অন্যতম। রবিবার ভোর ৫টার দিকে ঢাকার সায়েদাবাদ এলাকা থেকে ফজর আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও, এই জঘন্য ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আরও কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে গভীর তদন্ত শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগের সমর্থকরা অভিযোগ করেছেন যে, এই পাশবিক গণধর্ষণ বিএনপি সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এই ঘটনা বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে। মানবধিকার সংস্থাগুলো এই ঘটনার ওপর নিবিড় নজর রাখছে এবং ভুক্তভোগী বর্তমানে চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, গত ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে গত ৩১শে মে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও জাতিগত সম্প্রদায়ের ওপর চলমান সহিংসতা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সম্মিলিত সনাতন পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেছিল।

এই ঘটনা আবারও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার চিত্র তুলে ধরল, যা সরকারের দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করছে।

উত্তর ভারতে প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল্লিতে প্রথমবার কৃত্রিম বৃষ্টির উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আগামীকাল ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া আজ বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কোকন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ সহ উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের কিছু স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

দপ্তরের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, কোকন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট উপকূলবর্তী অঞ্চলে আগামী ছয় দিন একই রকম আবহাওয়া বজায় থাকবে। পাশাপাশি দেশের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বায়ু দূষণে জর্জরিত রাজধানী দিল্লিতে এক অভিনব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শহরের পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৪ জুলাই থেকে ১১ জুলাইয়ের মধ্যে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রথমবারের মতো দিল্লিতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিংহ সিরসা জানিয়েছেন, "আইআইটি কানপুরের একটি টিম এই প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য পুণে আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সমন্বয় করা হয়েছে।" মন্ত্রী আরও জানান, তিন জুলাই পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য অনুকূল না হলেও ৪ থেকে ১১ জুলাইয়ের মধ্যে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটি 'ক্লাউড সিডিং'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে এবং তার আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয়েছে: "দিল্লি-এনসিআরে দূষণ হ্রাসে ক্লাউড সিডিংকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার এবং এর প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন"।

এই প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পশ্চিম এবং বাইরের দিল্লি অঞ্চলে কম নিরাপত্তা সম্পন্ন আকাশপথে মোট পাঁচটি বিমান ওড়ানো হবে। প্রতিটি বিমানের ফ্লাইট ৯০ মিনিট স্থায়ী হবে এবং এক একটি বিমান প্রায় ১০০ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে কৃত্রিম মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটাবে। এর মাধ্যমে বায়ুতে ভাসমান দূষক কণাগুলো মাটিতে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা করা হবে।

পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিংহ সিরসা বলেছেন, "এই উদ্যোগটি দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হতে চলেছে। প্রতিটি নাগরিকের বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সরকার সেই অধিকার রক্ষার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।" মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, যদি কোনও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মূল তারিখে এই প্রকল্প চালানো সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প সময়ের জন্য ঙ্গওঙ্খঙ-র কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখন রাজস্থান, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছে।

এবার মৌসুমী বায়ু নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৯ দিন আগেই সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং এর লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, যা আগামী দুই দিনের মধ্যে উত্তর ওড়িশা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। মধ্যপ্রদেশে দুইটি সক্রিয় বৃষ্টিপাতের রেখার প্রভাবে প্রবল বর্ষণ চলছে। আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ টিকমগড়, ছত্রপুর, দমোহ, কাটনি, শিবপুরী, পন্না এবং নিবারি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেবেন্দ্রনগরে সর্বাধিক ১৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। এছাড়া পন্না, গুন্নোর, পলেরা, নৌগাঁও এবং মটিয়ারি এলাকাতেও ১০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে গত কয়েকদিনের লাগাতার প্রবল বর্ষণের ফলে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা ও ধসের কারণে বহু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি হওয়ায় চার ধাম যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, সোনপ্রয়াগ এবং বিকাশনগরে তীর্থযাত্রীদের আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরকাশী জেলার বড়কোট তহসিলের সিলাই বন্দ এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে একটি নির্মাণাধীন স্থানে কাজ করা নয় জন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (ছঙ্গট্টচ), পুলিশ এবং রাজস্ব বিভাগের দলগুলি উদ্ধারকাজে নিয়োজিত রয়েছে।

উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্ষার জেরে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী ও প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টির মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ আগামী দিনে দেশের অন্যান্য শহরের জন্যও পথপ্রদর্শক হতে পারে।

তবে প্রকৃতপক্ষে এই প্রযুক্তির প্রভাব কতটা কার্যকর হয়, তা সময়ই বলবে। তবে আবহাওয়া এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় এই ধরনের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ।

নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজে প্রথম অরুণাচলী কমান্ডার, ইতিহাস গড়লেন রনি চাওপু

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: অরুণাচল প্রদেশের নামসাই জেলার রনি চাওপু গড়লেন এক ঐতিহাসিক নজির। তিনি ভারতের ইস্টার্ন ফ্লিটের একটি ফ্রন্টলাইন যুদ্ধজাহাজের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজ রাজ্যের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই সম্মান অর্জন করলেন। শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে ভারতীয় নৌবাহিনী এই তথ্য জানিয়েছে।

নৌবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই দায়িত্বভার গ্রহণ শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি অরুণাচলের যুব সমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকা। কমান্ডার চাওপুর এই অর্জন প্রমাণ করে যে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা থাকলে সীমান্তবর্তী রাজ্যের তরুণেরাও দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।"

২০০৮ সালে নৌবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে কমিশনপ্রাপ্ত হন কমান্ডার চাওপু। তিনি যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। কর্মজীবনে তিনি একাধিক গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট শ্রেণির যুদ্ধজাহাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন।

দেরাদুনের রাষ্ট্রীয় ভারতীয় সামরিক কলেজ (ট্রজ্জঞ্ঝ) এবং খড়গবাসলার জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি (ঙ্কঙ্গঙ)-র প্রাক্তনী চাওপুর পেশাগত জীবন দেশসেবার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি নৌসেনার সদর দপ্তর, ফ্লিট হেডকোয়ার্টার এবং অন্যান্য কৌশলগত কেন্দ্রে অপারেশনাল ও স্টাফ অফিসার হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, চাওপু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় নৌবাহিনীর আউটরিচ প্রোগ্রামগুলোর অন্যতম মুখ ছিলেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষ আউটরিচ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ওই প্রোগ্রামের আওতায় নৌসেনার একটি দল ৩,৫০০ কিমি দীর্ঘ বাইক অভিযান চালায় এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে।

নৌবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, 'সূর্যোদয়ের ভূমি' অরুণাচল থেকে উঠে এসে 'সানরাইজ ফ্লিট' নামে পরিচিত ইস্টার্ন ফ্লিটে যুদ্ধজাহাজের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া চাওপুর এই যাত্রা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য দেশজুড়ে নানা মহল থেকে প্রশংসা ও শুভেচ্ছা বার্তা পাচ্ছেন তিনি ও তাঁর পরিবার।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন ফ্লিট বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর আধিপত্য বজায় রেখে সেই সময়কার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকায় পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের ইতিহাসে এই ফ্লিটের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।কমান্ডার রনি চাওপুর এই ঐতিহাসিক দায়িত্বভার গ্রহণ নিঃসন্দেহে ভারতের সামরিক ইতিহাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক উজ্জ্বল সংযোজন।

একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার অভিমুখেভারত

মনসুখমাণ্ডভিয়া
কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী
এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত হওয়ারপথেযাত্রা শুরু করার পাশাপাশি, এই দৃষ্টিভঙ্গিকেরূপদানকারীসবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল ভারতীয় ক্রীড়ার উত্থান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীরদূরদর্শী নেতৃত্বে, ভারতীয় ক্রীড়া বিশ্ব মঞ্চেএক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। তৃণমূলপর্যায় থেকে শুরুকরেবিশ্বমঞ্চেপর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় ক্রীড়ার দৃষ্টিভঙ্গিকেক্রমশঃ রূপান্তরিত করেছে। এরজন্যক্রীড়াবিদদেরবিশ্বমানের সহায়তাপ্রদানকবা, তাদেবজন্যআধুনিক সুযোগ-সুবিধাগড়েতোলা এবং প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমীদের পুরস্কৃত করে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাহয়েছে।

সম্প্রতি, ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা বিশ্ব মঞ্চে অসাধারণ পারফরমেন্সকরে আবারও গোটাদেশকে গর্বিত করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ারগুমিতে ২০২৫ সালের এশিয়ানঅ্যাথলেটিক্সচ্যাম্পিয়নশিপ হোক বা মঙ্গোলিয়ারউলানবাটোরে বিশ্ব কুস্তি র‍্যাঙ্কিংসিরিজ ৪ হোক, আমাদের ক্রীড়া তারকারা সাহস এবং গৌরবের সাথে এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়েছেন। এশিয়ানঅ্যাথলেটিক্সচ্যাম্পিয়নশিপেভারতীয় দল দুর্দান্ত পারফর্মেন্স প্রদান ক ে ব. ে ছ, যেখানেপ্রতিযোগীরা২৪টি পদক জিতেছে এবং একাধিক জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছে।

একই সাথে, আমাদের মহিলা কুস্তিগীররা ইতিহাসের একটি সোনালী অধ্যায় রচনা করেছেন।মঙ্গোলিয়া থেকে রেকর্ড-ভঙ্গকারী ২১টি পদক নিয়ে তাঁরাদেশেফিরে এসেছেন, যা র‍্যাঙ্কিংসিরিজইভেন্টে তাদের সেরাপারফরমেন্সছিল। এই সাফল্য রাতারাতি আসেনি। ভারত প্রথম ২৩টি অলিম্পিক সংস্করণে (স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সহ) মাত্র ২৬টি অলিম্পিক পদক জিতেছিল। কিন্তু গত তিনটি সংস্করণে - ২০১৬, ২০২০ এবং ২০২৪সালেরঅলিম্পিকে ভারত ১৫টি পদক জিতেছে। প্যারালিম্পিকের ক্ষেত্রেএই সাফল্য আরও চিত্তাকর্ষক। ১৯৬৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে মাত্র ৮টি মোট পদক জিতেছিলভারত,আর এখন গত তিনটি প্যারালিম্পিকে ৫২টি পদক জিতেছেদেশেরপ্রতিযোগীরা, যার মধ্যে ২০২৪ সালের প্যারিসে রেকর্ড ২৯টি পদকজয়ও রয়েছে। এই সাফল্যগুলি নিছককোনোকাকতালীয় ঘটনা নয়। এটিগত এগারো বছর ধরে তৈরি করাএকটি পারফরম্যান্স-চালিত বাস্তুতন্ত্রের ফলাফল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়েএকটি স্পষ্ট এবং কেন্দ্রীভূতদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন, যেখানেপ্রত্যেকক্রীড়াবিদকেবিকাশেরপ্রতিটি স্তরে নির্বিশেষে, বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো, আর্থিক সহায়তা, ক্রীড়াবিদ-কেন্দ্রিক শাসন এবং সাফল্যের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার সুযোগ পাবেন। ২০১৪ সাল থেকে, মোদী সরকার রূপান্তরমূলক সংস্কারের মাধ্যমে এক্ষেত্রেএকটিশক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে যা ভারতীয় ক্রীড়ার ভূদৃশ্যকে নতুন রূপ দিচ্ছে। এই সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়ামস্কিম (টপস), যা ২০১৪ সালে চালু করাহয়েছিল শীর্ষ ক্রীড়াবিদদেরবাছাই এবং তাঁদেরসহযোগিতা করার জন্য। ৭৫ জন ক্রীড়াবিদদিয়ে শুরু করা এই প্রকল্পটি এখন লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ চক্রের জন্য ২১৩ জন ক্রীড়াবিদকে সহযোগিতা করেছে, যার মধ্যে ৫২ জন প্যারা-অ্যাথলিট এবং উন্নয়ন বিভাগের অধীনে ১১২ জন ক্রীড়াবিদ রয়েছেন। পরম্পরাগতভাবে কম মনোযোগ দেওয়া শৃঙ্খলাগুলির ক্ষেত্রে ক্রীড়াবিদদের সহায়তা করার জন্য নতুন স্কিমও চালু করা হয়েছে। এ বছর চালু হওয়াটার্গেটএশিয়ানগেমস গ্রুপ (টিএজিজি) ১০টি শৃঙ্খলার মধ্যে ৪০ জন পদক প্রত্যাশীকে সমর্থন করছে। এগুলোহল,ফেন্সিং, সাইক্লিং, অশ্বারোহী, পালতোলা, কায়াকিং এবং ক্যানোয়িং, জুডো, তায়কোয়ান্দো, টেনিস, টেবিল টেনিস এবং উশু।

এই পারফরম্যান্সকেএগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকেবল সরকারেরএকটিদৃষ্টিভঙ্গিই নয়, বরং উল্লেখযোগ্য এরসাথেযুক্তরয়েছেআর্থিক প্রতিশ্রুতিও। গত দশকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের বাজেট তিনগুণেরওবেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।২০১৩-১৪ সালে এক্ষেত্রেমাত্র ১,২১৯ কোটি টাকাবাজেটসংস্থানরাখাহয়েছিলযেখানথেকে ২০২৫-২৬ সালে ৩,৭৯৪ কোটি টাকারাখা হয়েছে। তৃণমূলপর্যায়েরপরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বছরব্যাপী প্রতিযোগিতা প্রচারের জন্য ২০১৭ সালে চালু হওয়া খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের বাজেট এ বছর ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করাহয়েছে। এই বিনিয়োগগুলি প্রতিভাকে লালন এবং তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি প্রাণবন্ত প্রতিযোগিতামূলকবাস্তুতন্ত্র তৈরি করছে।

জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিও এ ব্যাপারেঅভূতপূর্ব সহায়তা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপআয়োজনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। কোচদের সহায়তা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উচ্চ-কর্মক্ষমতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ক্রীড়াবিদদেরখাদ্যতালিকাগত ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা ভারতকে তার পদক সম্ভাবনাকে বৈচিত্র্যময় করতে এবং বিভিন্ন ধরনেরখেলাধুলায়ক্রীড়াবিদদেরসহায়তা করছে।

সবচেয়ে কার্যকর সংস্কারগুলির মধ্যে একটি হল স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়া। এখন সমস্ত ফেডারেশনকে দুই বছর আগে থেকে নির্বাচনের ট্রায়াল ভিডিও রেকর্ড করতে হবে এবং বড় ইভেন্টগুলির জন্য নির্বাচনের মানদণ্ড প্রকাশ করতে হবে। এটি সকলেরজন্যন্যায্যতাকে নিশ্চিত করে, ক্রীড়াবিদদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে এবং [illegible]

প্রকৃতপক্ষে, ক্রীড়াবিদ-কেন্দ্রিক সংস্কারগুলি সাম্প্রতিক ক্রীড়া নীতি প্রণয়নের মূল বিষয়। ক্রীড়া সার্টিফিকেট এখন ডিজিলকারের মাধ্যমে ইস্যু করা হয় এবং জাতীয় ক্রীড়া সংগ্রহস্থল ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হয়, যা ক্রীড়াবিদদের জন্য টেম্পার-প্রুফডকুমেন্টেশন নিশ্চিত করছে। খসড়া জাতীয় ক্রীড়া নীতি ২০২৪, খসড়া জাতীয় ক্রীড়া শাসন বিলের সাথে বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যার লক্ষ্য হলক্রীড়া বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রীড়াবিদদের কল্যাণ করা। নতুন মেডিকেল চেকআপ এবং কঠোর শাস্তির মাধ্যমে বয়স জালিয়াতিমোকাবেলা করা হচ্ছে। আরও ভাল সম্মতি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ফেডারেশনগুলিকেও সৎ কর্মকর্তাদেরনিয়োগ করতে হচ্ছে। অলিম্পিক খেলাধুলার পাশাপাশি, খেলো ইন্ডিয়াগেমসের মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খেলাধুলা যেমন মল্লখম্ব, কালারিপায়াত্তু, যোগাসন, গাটকা এবং থাং-তাকেপুনরুজ্জীবিত এবং প্রসারিতকরা হচ্ছে। কাবাডি এবং খো-খোর মতোদেশীয় খেলাধুলা এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, যা ভারতের সমৃদ্ধ ক্রীড়া ঐতিহ্যকে গর্বের সাথে তুলে ধরছে।

লিঙ্গ সমতার জন্য জোর দেওয়ার বিষয়টিওঅত্যন্তাতাৎপর্যপূর্ণ। খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য চালু হওয়া [illegible] লীগদ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।এতে ২০২১-২২ সালে মাত্র ৮৪০ জন মহিলা ক্রীড়াবিদঅংশনিয়েছিলেন, সেখানথেকে, ২০২৪-২৫ সালে ২৬টি খেলায় ৬০,০০০ এরও বেশি মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। অস্মিতালীগ এই ক্রীড়াবিদদের খেলো ইন্ডিয়ার পথের সাথে সংযুক্ত করে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দিচ্ছে।

গত ১১ বছরে ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোরও অভূতপূর্বউন্নতি হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে মাত্র ৩৮টি পরিকাঠামো প্রকল্প ছিল, এখন এই সংখ্যা ৩৫০টিতে পৌঁছেছে। ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ২৩টি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র পরিচালনা করছেন, যা টপস এবং খেলো ইন্ডিয়ার অধীনে অভিজাত ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এছাড়াও, ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩৪টি রাজ্য উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, এবং ৭৫৭টি জেলায় ১,০৪৮টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতেতৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলেনিয়েআসা এবং তাঁদেরলালন নিশ্চিত করাহচ্ছে।

খেলো ইন্ডিয়াগেমস একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত যুব, বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারা, শীতকালীন এবং সৈকত গেমস সহ এর ১৯টি সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়েছে - যেখানে ৫৬,০০০ এরও বেশিক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে খেলো ইন্ডিয়াপ্যারাগেমসএকটিগেমচেঞ্জার ছিল,যেখানেএই প্রতিযোগিতা থেকে অনেক ক্রীড়াবিদপ্যারালিম্পিকে পদক জিতেছেন।

সামনের দিকে তাকালে, ভারত ২০৩০ সালের কমনওয়েলথগেমস এবং ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমসআয়োজনের সম্ভাব্য দরপত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার জন্য, খেলো ইন্ডিয়ারঅধীনে নতুন ক্ষেত্র যেমন স্কুল গেমস, ট্রাইবালগেমস, নর্থইস্টগেমস, ওয়াটারগেমস, মার্শাল আর্টস গেমস এবং স্বদেশী গেমস চালু করা হচ্ছে যাতে বছরব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং প্রতিভা আবিষ্কার নিশ্চিত করা যায়। এর মধ্যে, আসন্ন খেলো ইন্ডিয়া স্কুল গেমস তরুণ বয়স থেকেই ক্রীড়াবিদদের চিহ্নিত করবে এবং লালন-পালনের মাধ্যমে ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্রে নতুন প্রতিভা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শুধু খেলাধুলা নয়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া ফিট ইন্ডিয়াসানডেস অন সাইকেল অভিযানের মাধ্যমে ফিটনেসের ক্ষেত্রে সমাজেরসম্পৃক্ততাকে জোরদারকরা হয়েছে। মাত্র ১৫০ জন অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অভিযান এখন ১০,০০০-এরও বেশি স্থানে বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে ৩.৫ লক্ষেরও বেশি নাগরিক সক্রিয়ভাবেএতেঅংশগ্রহণ করেছেন। ১ জুন আয়োজিত ২৫তম সংস্করণটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে তিরঙ্গার‍্যালি হিসেবে পালিত হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রত্যন্ত জেলাগুলি সহ ৫,০০০টি স্থানে ৭৫,০০০-এরও বেশি নাগরিক এই র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিলেন।

এই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসক, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং অন্যান্যদেরমতো বিভিন্ন গোষ্ঠী ফিটনেসের বার্তা ছড়িয়েদেওয়ার জন্য অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরদৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সত্যতা বজায় রেখে, ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন দেশের প্রতিটি ঘরে ফিটনেসের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরদৃষ্টিভঙ্গি হল ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনেরসময় ভারতকে শীর্ষ ১০টি ক্রীড়া দেশের মধ্যে স্থান দেওয়া এবং ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সময় শীর্ষ ৫টি দেশের মধ্যে স্থান দেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিবাস্তবায়নের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে, তবে এখনও অনেক কিছু অর্জন করা বাকি রয়েছে। একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনের জন্য, দেশে ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভারতের আজকের ক্রীড়া বিপ্লব হলো দৃষ্টিভঙ্গি, সংকল্প এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির গল্প। এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেআমাদের যুবসমাজআর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে, ভারত বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া শক্তি হিসেবে উঠেআসছে। পদকঅর্জনকরা থেকে শুরু মানসিক তাগড়েতোলাপর্যন্তএইপরিবর্তন দৃশ্যমান এবং বিকশিত ভারতের যাত্রা ক্রীড়ার চেতনা মাধ্যমেগড়েউঠছে।

রবিবার আগরতলায় সিপিআইএমের শাখা সংগঠনের উদ্যোগে এক মানবশৃঙ্খল স্থাপন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পোষা প্রাণী থেকে অনেক রোগ ছড়াতে পারে

নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসেবে পোষা প্রাণী পালন করা সারাবিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। আমাদের দেশেও পোষা প্রাণী হিসেবে বিড়াল ও কুকুর পালনের প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। ফলে পোষা প্রাণী বিষয়ক নানা ধরনের ক্লাবও গড়ে উঠেছে। অনেকে নিজেদের প্রিয় ব্যক্তির নাম অনুসারে প্রাণীর নামকরণও করছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানোর ফলে মানসিক চাপ কমে, হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিসহ নানা উপকার পাওয়া যায়। তবে অসর্তকতার কারণে পোষা প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে পারে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, যা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। পোষা প্রাণী পালনে যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে উদ্ভাবিত অধিকাংশ নতুন রোগই জুনোটিক, অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। পোষা প্রাণীর মাধ্যমেও নানা ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। যেমন:

১. চর্মরোগ- সাধারণত মাইকোস্পোরাম গণের ছত্রাকের কারণে পোষা প্রাণীর দেহে চর্মরোগ দেখা যায়, যা 'দাদ' বা 'রিংওয়ার্ম' নামেও পরিচিত। যদি কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর সরাসরি সংস্পর্শে আসে অথবা ওই প্রাণী ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংস্পর্শে আসে, তাহলে এ রোগটি মানুষের দেহে ছড়াতে পারে। রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে হওয়ায় যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যেমন শিশু ও বয়স্কদের দেহে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।

২. ডায়রিয়া- ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর এবং ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম গণের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত পোষা প্রাণী মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত আক্রান্ত প্রাণীর মলের সরাসরি সংস্পর্শে অথবা সেই মলের মাধ্যমে খাদ্যের উৎস দূষিত হলে রোগটি ছড়াতে পারে।

৩. গর্ভপাত- টক্সোপ্লাজমা গণের ধরনের প্রোটোজোয়ার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত হয়। এই জীবাণু পোষা প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রে বসবাস করে এবং মলের মাধ্যমে ছড়ায়। যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা আক্রান্ত প্রাণীর মলের সরাসরি সংস্পর্শে আসে অথবা মলের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়, তাহলে তার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৪. গোলকৃমি- পোষাপ্রাণীর দেহে নানা ধরনের গোলকৃমি থাকতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি পোষা প্রাণীর মল বা বর্জ্যের সংস্পর্শে আসে, তাহলে ওই কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৫. আচঁড় জ্বর- এই সংক্রামক রোগটি বার্টোনেলা হেনসেলে নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। এটি পোষা প্রাণীর নখ ও লালায় থাকতে পারে। এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত পোষা প্রাণী যদি মানুষকে আচঁড় বা কামড় দেয়, তবে এই রোগ হতে পারে। তবে আচঁড়ে যদি রক্তপাত না হয়, তাহলে সাধারণত সমস্যা হয় না। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর হয় এবং লিম্ফ নোড ফুলে যায়।

৬. জলাতঙ্ক- এই রোগটি রেবিজ ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়, যা মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং নিগরি বডি তৈরি করে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি শতভাগ। সাধারণত আক্রান্ত কুকুর বা বিড়ালের কামড়ের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। কামড়ে রক্তপাত হলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

৭. ব্রুসেলোসিস ব্রুসেলা গণের ব্যাকটেরিয়ার কারণে পোষা প্রাণীর গর্ভপাত হয়। এই জীবাণু আক্রান্ত প্রাণীর দেহ থেকে কোনো ব্যক্তির প্রাকৃতিক রন্ধ্র বা কাটা জায়গা দিয়ে প্রবেশ করলে সংক্রমণ ঘটতে পারে। এই জীবাণুতে নারীরা আক্রান্ত হলে গর্ভপাত এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টিসের প্রদাহ ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৮.টিউবারকুলোসিস মাইকোব্যাকটেরিয়াম গণের জীবাণুর সংক্রমণে পোষা প্রাণী টিউবারকুলোসিস বা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। যদি কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসে বা শরীরের কাটা স্থানের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে, তাহলে তার সংক্রমণ ঘটতে পারে। তবে প্রাণী থেকে মানুষে এই রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা বিরল।

৯. অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জীবাণু- পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে তাদের দেহে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জীবাণু তৈরি হয়, যা পরে মানুষের দেহে প্রবেশ করে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

কিছু সচেতনতা মেনে চললেই পোষা প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ানো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন:

১. পোষা প্রাণীকে নিয়মিত ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক দিতে হবে। ২. চর্মরোগ (দাদ) দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। ৩. অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৪. ব্রুসেলোসিসে আক্রান্ত প্রাণীকে খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না। ৫. প্রাণীর সংস্পর্শে আসার পর ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। ৬. পোষা প্রাণীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। ৭. পোষা প্রাণীকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে এবং বাড়ি পরিষ্কার রাখতে হবে।

শিশুদের চোখে বিপদ বাড়াচ্ছে স্মার্টফোন

স্মার্টফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে বেশিরভাগ শিশুই এখন চশমা ব্যবহার করছে। দিন দিন এ সমস্যা আরও বাড়ছে। এখন একটু সচ্ছল অভিভাবকরাও শিশুকে স্মার্টফোন কিনে দেন। চিকিৎসকরা বলছেন, করোনা পরিস্থিতিতে শিশুরা চোখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলোতে অনলাইনে পড়াশুনার কারণে শিশুদের মধ্যে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুদের মাইনাস পাওয়ার আগেও ছিল। কম্পিউটার বা স্মার্টফোন সবই কাছ থেকে দেখতে হয়। দূরের জিনিস দেখার প্রয়োজন পড়ছে না। ফলে দূরের জিনিস দেখার অনভ্যাসে মাইনাস পাওয়ারের প্রবণতা আরও বাড়ছে। তিনি বলেন, বাচ্চাদের চোখে জ্বালা, পানি পড়া বা তা শুকিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা আগে ছিল না। এখন হয়েছে। আগে রোগী কম ছিল এখন বেড়ে গেছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ক্লাসে বাচ্চারা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে না পেলে শিক্ষককে জানাত। ফলে চোখে সমস্যা হলে শুরুতেই ধরা পড়ত। এখন বাবা-মা সন্তানদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন চোখের সমস্যা অনেকটা বেড়ে যাওয়ার পরে। বিশেষজ্ঞরা বলেন অন্তত দু'ঘণ্টা বাচ্চাদের বাইরে খেলতে দিতে হবে। এতে তাদের চোখের মাইনাস পাওয়ার বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। কম্পিউটারের ব্যবহার কমানো, চোখে পানির ঝাপটা দেওয়া ইত্যাদির ওপরেও জোর দিয়েছেন তারা। কথায় কথায় বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া ঠিক না। চোখের রোগ এড়াতে চার থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের বছরে একবার চক্ষু পরীক্ষা করা জরুরি পরামর্শ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের। স্কুলে আগে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা করা হত। করোনাকালীন সময় থেকে তা বন্ধ। শিশুরা অনেকটা সময় কাটাচ্ছে কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা মোবাইলের সঙ্গে। ফলে তাদের 'কম্পিউটার ভিসন সিনড্রোম' দেখা দিচ্ছে। আগে ১০০ জন রোগীর মধ্যে তিন-চার জনের মধ্যে এটা পাওয়া যেত। এখন এই রোগ ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ দেখতে হয় কাছ থেকে। তাতে বেশি জোর পড়ায় চোখের সিলিয়ারি মাসল দুর্বল হয়ে যায়। অনলাইন পাঠে ওই মাসলকে খাটতে হচ্ছে বেশি। ফলে ঝাপসা দেখা, মাথায়-চোখে ব্যথা, বমি ভাবের সমস্যা দেখা দিচ্ছে ছোটদের।

খাবার নয়, রান্নার ভুলেই বাড়ছে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি

ইদানীং অনিয়মিত জীবনযাপন, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, শরীরচর্চার অভাব সহ বিভিন্ন কারণে অল্প বয়সেও শরীরে বাসা বাঁধছে কোলেস্টেরল। শরীরে এলডিএল কোলেস্টরল বেড়ে গেলে রক্তনালীতে চর্বি জমতে শুরু করে। রক্তনালী সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ঝুঁকি বাড়ে হৃদরোগের। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডায়েটের উপরও নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। সঙ্গে রান্নার পদ্ধতির উপর নজর দেওয়াও জরুরি।

ভারতে বহুল প্রচলিত হলুদ, রসুন, গোটা শস্য এবং মসুর ডালের মতো উপাদানগুলির স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে বিশেষ করে হৃদরোগের জন্য এগুলো বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত। তবুও এদেশের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে এক জন কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। এমনকী যাঁরা প্রক্রিয়াজাত খাবার খুব একটা খান না, তাঁরাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, খাবার নয়, রান্নার পদ্ধতি এবং ভুল খাদ্যাভাসের কারণে সমস্যা বাড়ছে।

আসলে ভারতীয় রান্নাঘরে হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে ঠিকই, তবে অতিরিক্ত রান্না, অতিরিক্ত ঘি ও পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার, ডিপ ফ্রায়েড এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করাই রোগের মূল কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর খাবারও ভুল রান্নার পদ্ধতির কারণে পুষ্টিগুণ হারিয়ে ফেলে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবেন- *একই তেল বার বার ব্যবহার করলে তা ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয় *স্ন্যাকস এবং মাংস অতিরিক্ত ভাজা *অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটযুক্ত খাবার *চাটনি, সস এবং মিষ্টিতে লুকানো চিনি কম খাওয়া *মালাই, ঘি এবং বনস্পতি থেকে অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট এইসব ভুল খাদ্যাভাসের সঙ্গে সারাদিন সক্রিয় না থাকা এবং বেশি রাতে খাওয়াদাওয়া কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দিতে পারে।

শরীরে "বিষ" ছড়িয়ে দেয় হেঁশেলের কিছু জিনিস

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বেশ কিছু সাধারণ গৃহস্থালি সামগ্রী রয়েছে যা আমরা খুব শখ ঘরে রাখি। কিন্তু তারই মধ্যে কয়েকটি জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। কারণ এই সামগ্রীগুলো ধীরে ধীরে শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। তাই যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি থেকে সেইসব জিনিস সরিয়ে ফেলাই শ্রেয়।

১. প্লাস্টিকের কাটিং বোর্ডঃ প্লাস্টিকের কাটিং বোর্ডে বারবার কাটাকাটি করার ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হতে পারে, যা খাবারের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে অনেক জটিল সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মত, কাঠ বা কাঁচের কাটিং বোর্ড ব্যবহার করা উচিত। যদিও কাঠের বোর্ডে ব্যাকটেরিয়া জমার আশঙ্কা থাকে এবং কাঁচের বোর্ডে ছুরি ভোঁতা হতে পারে। তবে এই দুটি প্লাস্টিকের তুলনায় ভাল।

২. দাগ হওয়া নন-স্টিক প্যানঃ নন-স্টিক প্যানের উপর আঁচড় বা দাগ থাকলে তা থেকে পিএফএএস নামক রাসায়নিক নির্গত হয়, যা স্বাস্থ্যের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে স্টেইনলেস স্টিল বা কাস্ট আয়রনের পাত্র ব্যবহার করা নিরাপদ এবং টেকসই।

৩. প্লাস্টিকের পাত্রঃ প্লাস্টিকের পাত্র, বিশেষ করে যেগুলি পুরনো বা গরম খাবার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে বিপিএ বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক নির্গত হতে পারে। এই রাসায়নিকগুলি হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মত, কাচ বা স্টেইনলেস স্টিলের পাত্র ব্যবহার করা উচিত।

৪. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলঃ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অ্যাসিডিক খাবারের সঙ্গে বা বেশি তাপমাত্রায় ব্যবহার করলে খাবারে ধাতু ঢুকে যেতে পারে। যা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে স্নায়বিক সমস্যা এবং আলঝাইমারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পরিবর্তে বেকিংয়ের জন্য পার্চমেন্ট পেপার এবং পুনরায় গরম ও সংরক্ষণের জন্য কাচ বা সিলিকন পাত্র ব্যবহার করতে পারেন।

৫. প্লাস্টিকের রান্নার পাত্র: তাপের সংস্পর্শে এলে প্লাস্টিকের স্প্যাটুলা এবং চামচ থেকে অগ্নি প্রতিরোধক, রঞ্জক এবং মাইক্রোপ্লাস্টিকের মতো বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হতে পারে। এগুলো খাবারে প্রবেশ করে শরীরে জমা হতে পারে, যা প্রদাহ এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষাক্ততার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বদলে কাঠ, বাঁশ অথবা স্টেইনলেস স্টিলের পাত্র ব্যবহার করুন। এগুলো যেমন নিরাপদ, তেমন টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধবও।

বর্ষায় নাছোড় বৃষ্টি, সঙ্গে ত্বকেও নিত্য সমস্যা

বর্ষা ব্যাপারটা এমনিতে বেশ রোমান্টিক। জানলার বাইরে অবিরাম বর্ষণ। কখনও টিপটিপ, কখনও ঝিরঝির, কখনও ঝমঝম। এমন দিনগুলোয় বারান্দায় এক কাপ কফি নিয়ে বসতে কিংবা চা-পকোড়া সহযোগে আড্ডা জমাতে কার না ভাল লাগে! কিন্তু যদি জল-কাদায় বেরোতে হয় নিয়মিত? তখন কি ততটাও ভাল লাগে? আর প্যাচপেচে গরমের সঙ্গে নাছোড় বৃষ্টিতে বেরোনোর চক্করে ভিজে গিয়ে কিংবা সিন্থেটিক জামাকাপড়ের কল্যাণে যদি ত্বকের সমস্যাও ঘ্যানঘেনে হয়ে দাঁড়ায়, তবে তো কথাই নেই! সবে ঘনিয়েছে বৃষ্টির মরশুম। এই বেলা তবে জেনে নিন বর্ষার দিনে সাধারণভাবে কী কী সমস্যায় ভুগতে পারে আপনার ত্বক। আর কী করেই বা তার থেকে রেহাই মিলতে পারে।

ফাঙ্গাল ইনফেকশন - এ মরসুমে বৃষ্টি লেগেই থাকে। গরমও যে কমে, এমনটা কিন্তু নয়। বাড়তি আর্দ্রতার কারণে ঘামও হয় বেশি। সব মিলিয়ে প্যাচপেচে আবহাওয়ায় ত্বকে আক্রমণ শানায় ফাঙ্গাল ইনফেকশন। শরীরের ভাঁজে, যেমন বগল, কুঁচকি, স্তনের নীচের অংশ বা পায়ের আঙুলের খাঁজে দেখা দিতে পারে ছত্রাকের সংক্রমণ। তার জেরে চুলকানি বা ঘা হতে পারে। বৃষ্টির দিনে ভেজা জামাকাপড় সহজে শুকোনোর ভাবনায় সিন্থেটিক পোশাক পরার দিকেই ঝোঁকেন মানুষ। তাতে সমস্যা বাড়ে। ফলে এ সময়টায় ঢোলা সুতির পোশাক পরলে, শরীরের ভাঁজের অংশগুলোকে যথাসম্ভব শুকনো রাখতে পারলে এ সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে অনেকটাই। ঘাম থেকে র‍্যাশ — গরমে, অত্যধিক আর্দতায়, সিন্থেটিক জামাকাপড়ের কারণে বর্ষার দিনগুলোয় বড্ড ঘাম হয়। সেই ঘাম বসে গায়ের নানা জায়গায় লালচে র‍্যাশ বেরোতে পারে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিতরে ভিতরে জ্বর হয়ে থাকলেও অনেক সময়ে এই ধরনের র‍্যাশ দেখা দেয়। ঠান্ডা পরিবেশে, খোলামেলা ঘরে তা আবার আস্তে আস্তে উপশম হয়। এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরুন এবং যথাসম্ভব ঠান্ডা পরিবেশে, এসিতে, ঠিকমতো হাওয়া চলাচলের উপযোগী খোলামেলা ঘরে সময় কাটান।

বগলের দুর্গন্ধ — বাড়তি ঘাম এই মরসুমের একটা সমস্যা। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা ঘাম নানা ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত বগলে জমে থাকা ঘাম দুর্গন্ধ তৈরি করে। যা আপনার নিজের তো বটেই, আশপাশে থাকা মানুষেরও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারেন। এই সমস্যা মেটাতে অনেকেই ডিওডোরান্টকে হাতিয়ার করেন। তবে কারও কারও ডিওডোরান্ট থেকে অ্যালার্জি এবং তার জেরে চুলকানির সমস্যাও তৈরি হয়ে যায়। শরীরে ঘাম জমে যাওয়া আটকাতে তাই বরং আস্থা রাখুন ঢিলেঢালা সুতির পোশাকে।

ব্রণ — আর্দতা বেশি এবং মুখের ত্বকে ঘাম বসার কারণে বর্ষার দিনগুলোয় বড্ড ভোগায় ব্রণ। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁদের সমস্যা তো আরওই বেশি। এর থেকে রেহাই পেতে ত্বক পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন। সমস্যা বাড়লে অবশ্যই ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। এগজিমা --- অত্যধিক আর্দতা এবং ঘাম ত্বকে এগজিমার মতো সমস্যা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ত্বকে দেখা দেয় লাল র‍্যাশ এবং চুলকানি। বিশেষত যাঁরা এ সমস্যায় আগে ভুগেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝামেলা আরও বেশি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসা জরুরি। তাই ত্বক বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে ভুলবেন না।

বৃষ্টিভেজা দিনগুলোয় ত্বককে ভাল রাখতে তাই কিছু পরিচর্যার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যেমন, ত্বক সবসময়ে পরিষ্কার রাখুন। ত্বকের বাড়তি তেল, ঘাম, ধুলোময়লা সাফ করতে দু'বেলা ক্লেনজার ব্যবহার উপযোগী। ঘন ঘন মুখে হাত দেবেন না। এতে ত্বকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে।

নিয়মিত এক্সফোলিয়েশন করুন। মরা কোষের পরত সরে ত্বক ঝলমলে দেখাবে।

ত্বকের নির্দিষ্ট আর্দতা বজায় রাখা জরুরি। এই সময়টায় বেছে নিন হাল্কা ময়শ্চারাইজার, যা তেলতেলে ভাব ছাড়াই ত্বককে প্রয়োজনীয় আর্দতা জোগাবে। এ ছাড়াও ঘামঝরা শরীরে আর্দতা যথাযথ রাখতে ঠিক মতো জল, জলীয় ফল খান।

ত্বককে যথাসম্ভব শুকনো রাখুন। হাল্কা, আরামদায়ক পোশাক পরার পাশাপাশি ছাতা-রেনকোট ব্যবহার, এবং ত্বককে ঘাম থেকে রেহাই দিতে রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করুন।

চড়া এবং ভারী মেকআপ এড়িয়ে যান যতটা পারেন। রোদ না থাকলেও এ সময়টায় ইউভি রে কিন্তু সক্রিয় থাকে। তাই বাইরে বেরোলে অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন। এ মরসুমে ত্বকের যত্নে বা ছোটখাট সমস্যায় ঘরোয়া উপকরণই ভাল। রোজকার খাওয়াদাওয়া এবং ত্বক পরিচর্যার উপকরণে রাখুন অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন। তা আপনার ত্বককে করে তুলবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

ঠিকমতো যত্ন নিলে মেঘ-বৃষ্টিতে আঁধার হয়ে থাকা দিনগুলোতেও ঝলমলে থাকবে আপনার ত্বক। আপনিও থাকবেন নিশ্চিন্ত।

ফল আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী

ফল আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নানা খনিজ ও পুষ্টিকর উপাদান থাকে বিভিন্ন ধরনের ফলের মধ্যে। কিন্তু খেয়াল খুশি মতো যে কোনও ফল খেলেই হবে না। কোন ফলের সঙ্গে কোন ফল কিংবা খাবার খেলে সমস্যা হতে পারে, তা জেনে রাখা জরুরি। নাহলে অজান্তেই মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

পেঁপে ও লেবু-বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু ও পেঁপে একসঙ্গে মিশে রক্তে হিমোগ্লোবিন সংক্রান্ত সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকী রক্তাল্পতার সমস্যারও ঝুঁকি বাড়াতে পারে লেবু ও পেঁপের মিশ্রণ।

কমলালেবু ও গাজর-কমলালেবু ও গাজর একসঙ্গে খেলে লিভারের সঙ্গে জড়িত সমস্যা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বাড়তে পারে বুক জ্বালা, পিত্তের সমস্যাও।

পেঁয়ারা ও কলা-একসঙ্গে পেয়ারা ও কলা খাওয়ার ভুল করবেন না। চিকিৎসকদের মতে, এই দুই ফল একসঙ্গে খেলে পেটে গ্যাস হতে পারে। আচমকা শুরু হতে পারে মাথাব্যথাও।

কলা ও পুডিং-কলার সঙ্গে পুডিং খেলে শরীরে তা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে থাকে। বিশেষ করে বাচ্চাদের এই দুটি খাবার একসঙ্গে দেওয়া উচিত নয়।

দুধ ও কমলালেবু- স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কমলালেবুর সঙ্গে দুধ খাওয়া। কমলালেবুতে উপস্থিত অ্যাসিড শরীরের স্টার্চ হজমে সাহায্যকারী উৎসেচক নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, দুধের সঙ্গে কমলালেবু খেলে বুকে কফ জমতে পারে।

আনারস ও দুধ-আনারসে উপস্থিত ব্রোমেলেন নামক উপাদান দুধের সঙ্গে মিশে শরীরে বড়সড় ক্ষতি করতে পারে। আনারস ও দুধের মিশ্রণের কারণে গ্যাস, গা গোলানো, ইনফেকশান, মাথা ব্যথা এবং পেটব্যথার সমস্যায় ভুগতে পারেন।

ফল ও মিষ্টি-ফলের সঙ্গে মিষ্টি খাওয়ার পরামর্শ দেন না চিকিৎসকরা। এই দুই খাবার হজম প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে অ্যাসিডিটি, মাথা ব্যথার মতো সমস্যা বাড়তে পারে।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

১১ বছরের প্রযুক্তি-চালিত রূপান্তর ভবিষ্যত ভারতেরউত্থানেরঘোষক

ডঃ জিতেন্দ্র সিং
কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
ভূবিজ্ঞান এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়, পারমাণবিক শক্তি বিভাগ, মহাকাশ বিভাগ
কর্মী,জনঅভিযোগ ও পেনশন বিভাগ প্রতিমন্ত্রী

প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতে,ঋষি ব্যাস আমাদের বলেছেন,জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এগারো বছর আগে,যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন,তখন তিনি এই চিরন্তন সত্যকে একটি আধুনিক সংকল্পের সাথে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন: আর সেটা ছিল, ভারতকে কেবল বৈশ্বিক বিজ্ঞানের ভোক্তা হিসেবেই নয়,বরং এর স্রষ্টা হিসেবে গড়ে তোলা। আজকের দিকে তাকালে,যে কেউ যুক্তি সহ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারবে যে,প্রযুক্তি চালিত ১১ বছরের রূপান্তর ভারতের ভবিষ্যতের উত্থানের সূচনা করেছে।

এবং,এই রূপান্তরমূলক যাত্রার এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা যখন উদযাপন করছি,তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (ডিএসটি) সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেযেখানে ল্যাবরেটরিগুলি লঞ্চ প্যাডে পরিণত হয়েছেএবং উদ্ভাবন জাতীয় উন্নয়নের নতুন রূপক হয়ে উঠেছে।

যখন আমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করি, তখন আমি কেবল একটি পোর্টফোলিও নয়, বরং একটি প্রতিশ্রুতিও পাই। সেটা ছিল- বিজ্ঞানকে গণতন্ত্রীকরণ, উদ্ভাবনকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং এর সুবিধাগুলি শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। ২০১৪ সালে, ভারতের বৈজ্ঞানিক বাস্তুতন্ত্র ছিল প্রাণবন্ত কিন্তু খণ্ডিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু সম্পদের অভাব ছিল। গবেষণা প্রায়শই অভিজাত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ নাগরিকরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির স্পন্দন খুব কমই অনুভব করতেন। এটাই ছিল প্রেক্ষাপট। এরপর যা ঘটেছিল তা হল দেশ গঠনে বিজ্ঞানের ভূমিকা পুনর্কল্পনা করার জন্য একটি সচেতন, সুনির্দিষ্ট এবং সাহসী প্রচেষ্টা।

এই রূপান্তরটি শুরু হয়েছিল একটি সহজ কিন্তু গভীর পরিবর্তনের মাধ্যমে: আমাদের নিজস্ব প্রতিভার উপর আস্থা স্থাপন করার মাধ্যমে। ২০২৩ সালে অনুসন্ধান জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন (এএনআরএফ) প্রতিষ্ঠা করাটা ছিল একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। প্রথমবারের মতো, ভারত কৌশলগত দূরদর্শিতা সহকারে তার গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) বাস্তুতন্ত্র পরিচালনা করার জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা তৈরি করেছে। পিএম আর্লি ক্যারিয়ার রিসার্চ গ্র্যান্ট -এর মাধ্যমে ৬,৯০০ জনেরও বেশি তরুণ বিজ্ঞানী এবং ইনক্লুসিভিটি রিসার্চ গ্র্যান্ট -এর অধীনে ১,৭৫৪ জন এসসি/এসটি গবেষককে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত করেছি যে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা আর কয়েকজনের বিশেষাধিকার নয়, বরং অনেকের সাধনা।

কিন্তু আমরা মানুষদের অর্থ বরাদ্দ দিয়েই থেমে থাকিনি- আমরা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। আইআইটি এবং আইআইএসসি জুড়ে চারটি থিম্যাটিক হাব সহ জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন ভারতকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, যোগাযোগ এবং সেন্সিংয়ের সীমানায় স্থাপন করছে। জাতীয় সুপারকম্পিউটিং মিশন ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ২৮টি উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন সিস্টেম স্থাপন করেছে, যা বন্যার পূর্বাভাস থেকে শুরু করে ওষুধ আবিষ্কার পর্যন্ত সবকিছুতে অগ্রগতি সাধন করেছে। এগুলি কেবল মেশিন নয়- এগুলি একটি নতুন ভারতের ইঞ্জিন। তবুও, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রকৃত পরিমাপ কেবল পেটেন্টের উপর নির্ভর করে না, বরং এর স্পর্শে থাকা জীবনেও নির্ভর করে। আইআইটি বোম্বেতে নির্মিত স্মার্ট কৃষি-কেন্দ্রের কথা বিবেচনা করুন, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের বাস্তব সময়ে মাটি এবং আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে দেয়। অথবা আইআইটি ভিলাইয়ের দিব্যাঙ্গ এটিএম, যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নাগরিকদের মর্যাদার সাথে ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়। অথবা ৪৬টি মহিলা প্রযুক্তি পার্ক যা ১১,০০০ এরও বেশি মহিলাকে বৈজ্ঞানিক কাজে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, গৃহিণীদের উদ্যোক্তায় পরিণত করেছে। এগুলি বিচ্ছিন্ন কোনো উদ্ভাবন নয় - এগুলি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ক্ষমতায়িত সমাজের ভিত্তি।

আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুতর চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটি দৃঢ় মিত্র খুঁজে পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় মিশনের মাধ্যমে, আমরা ২৯টি রাজ্য জলবায়ু পরিবর্তন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ২০০০ টিরও বেশি গবেষণাপত্র এবং ১,০০০ প্রতিবেদনকে সমর্থন করেছি। হিমালয়ের হিমবাহের মানচিত্র তৈরি করা থেকে শুরু করে ১.৮ লক্ষেরও বেশি অংশীদারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া পর্যন্ত, আমরা কেবল জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যয়নই করছি না - আমরা ভারতকে অভিযোজন, প্রতিক্রিয়া এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করছি।

মানব পুঁজিতে আমাদের বিনিয়োগও সমানভাবে রূপান্তরকারী। ইনস্পায়ার প্রোগ্রাম ৭৫,০০০ এরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ৬, ৮০০ ডক্টরেট গবেষককে সহায়তা করেছে, যেখানে মানক প্রকল্পটি ২.৫ লক্ষেরও বেশি স্কুল-স্তরের উদ্ভাবনকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বার্তাটি স্পষ্ট: কৌতূহলী মনের প্রতিটি শিশুই একজন সম্ভাব্য বিজ্ঞানী, এবং প্রতিটি গ্রামই হতে পারে উদ্ভাবনের আঙিনা।

আমরা বিজ্ঞানের ভূগোলকেও নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছি। একসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে একটি পরিধি হিসেবে দেখা হত, এখন জাফরান চাষ এবং ড্রোন-ভিত্তিক ভূ-স্থানিক ম্যাপিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু। এনইসিটিএআর এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ১০ সেমি রেজোলিউশন সহ ২ লক্ষেরও বেশি গ্রাম ম্যাপ করা হয়েছে, যা গ্রামীণ নাগরিকদের তাদের জমির আইনি মালিকানা এবং নিরাপত্তার একটি নতুন অনুভূতি প্রদান করেছে।

এই সংখ্যাগুলির পিছনে লুকিয়ে আছে আরও গভীর এক আখ্যান তা হল আস্থা, প্রতিভা এবং দৃঢ়তা। আমাদের বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা, আমাদের যুবসমাজের প্রতিভা এবং আমাদের নীতিতে দৃঢ়তা। ২০২৫-২৬ বাজেটে ঘোষিত ১ লক্ষ কোটি টাকার গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন (আরডিআই) তহবিল কেবল একটি আর্থিক প্রতিশ্রুতি নয়- এটি একটি উদ্দেশ্যের ঘোষণা। ২০,০০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ এবং একটি গভীর প্রযুক্তি তহবিলের মাধ্যমে, আমরা ভারতের বৈজ্ঞানিক ভাগ্যের সহ-লেখক হিসেবে বেসরকারি খাতকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমরা যখন সামনের দিকে তাকাচ্ছি, তখন পথটি চ্যালেঞ্জিং এবং রোমাঞ্চকর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের মতো উদীয়মান প্রযুক্তির জন্য কেবল বিনিয়োগ নয়, কল্পনারও প্রয়োজন হবে। আমাদের কাজ কেবল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা নয়, বরং গতি নির্ধারণ করা। এবং এটি করার মাধ্যমে, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে বিজ্ঞানের সুবিধাগুলি প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছায় - সে অরুণাচল প্রদেশের একজন আদিবাসী কৃষক হোক, ঝাড়খণ্ডের একজন স্কুলছাত্রী হোক, অথবা বেঙ্গালুরুতে একজন স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা হোক। পরিশেষে, বিজ্ঞান কেবল সমস্যা সমাধানের জন্য নয়- এটি সম্ভাবনার প্রসারের জন্য। এটি আমাদের সমাজের অন্ধকারতম কোণে একটি প্রদীপ জ্বালানোর এবং দেখানোর জন্য যে জ্ঞান, যখন করুণা এবং সাহস দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সত্যিকার অর্থে একটি দেশকে রূপান্তরিত করতে পারে।

মোদী সরকারের ১১ বছর পূর্তি উদযাপনের সময়, আমার মনে পড়ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রায়শই বলা কথাগুলো: এটি কেবল একটি সরকার নয়, এটি একটি আন্দোলন। ভারতকে আত্মনির্ভরশীল, বিশ্বব্যাপী সম্মানিত এবং গভীরভাবে মানবিক করে তোলার একটি আন্দোলন। এবং সেই আন্দোলনে, বিজ্ঞান দর্শক নয় - এটি একটি অগ্রদূত।

আসুন আমরা স্বপ্ন দেখতে, আবিষ্কার করতে এবং প্রদান করতে থাকি। কারণ গণতন্ত্রের পরীক্ষাগারে, বিজ্ঞানের প্রতিটি পরীক্ষা আশার একটি পরীক্ষা।

প্রথমবার রেলযোগাযোগ পাচ্ছে মিজোরামের আইজল, শীঘ্রই উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য মিজোরাম এবার রেল মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মাধ্যমে। রাজধানী আইজল প্রথমবারের মতো দেশের মূল রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চলেছে বাইরাবি-সাইরাং ব্রডগেজ রেললাইন চালুর মাধ্যমে। দীর্ঘ ৫১.৩৮ কিমি পথ পেরিয়ে এই রেলপথ শীঘ্রই যাত্রীসেবার জন্য খুলে দেওয়া হবে। সম্ভাবনা রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই এই প্রকল্পের শুভ সূচনা হবে।

রেল মন্ত্রকের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, রেলওয়ে সেফটি কমিশনার (ঙ্খট্টছ)-এর ছাড়পত্র পেলেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরে উদ্বোধনের দিন নির্ধারণের প্রস্তাব পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় সমস্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্টেশন সংলগ্ন কিছু পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এখনো চলমান থাকলেও, রেল চলাচলের প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে। এক দশক পরে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। এনএফ রেলওয়ে (ঞ্ছট্ট) সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে।

প্রকৃতিগতভাবে প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতি ও জটিল নির্মাণ চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে তৈরি হয়েছে এই রেলপথ। এতে রয়েছে ৪৮টি সুড়ঙ্গ (মোট দৈর্ঘ্য ১২.৮৫৩ কিমি), ৫৫টি বড় সেতু ও ৮৭টি ছোট সেতু, সঙ্গে ৫টি রোড ওভারব্রিজ ও ৯টি রোড আন্ডারব্রিজ।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রিজ নম্বর ১৯৬, যার উচ্চতা ১০৪ মিটার যা কুতুব মিনারের চেয়েও ৪২ মিটার উঁচু।

এই রেলপথ চালু হলে শিলচর হয়ে আইজলগামী যাত্রীরা উপভোগ করতে পারবেন অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাহাড়, বনভূমি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে ঘেরা এই রুটটি দেশের অন্যতম সুন্দরতম রেলপথ হিসেবে পরিচিতি পাবে বলে আশাবাদী রেল কর্তৃপক্ষ। অনেকের মতে, এটি 'কাটরা-শ্রীনগর রেললাইন'-এর মতোই জনপ্রিয় হতে চলেছে।

রেল মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের মতে, এই সংযোগ কেবল যাত্রী পরিষেবাই নয়, বরং মিজোরামের পর্যটন, বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন গতি আনবে। একইসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশন কেন্দ্রিক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে।

এই প্রকল্প উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল অবকাঠামো উন্নয়নের পথে এক মাইলফলক। এটি প্রমাণ করে, প্রতিশ্রুতি পূরণে কেন্দ্র সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। মিজোরামের মানুষের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটাতে চলেছে এই রেলপথ, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

মণিপুরে টানা অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার ও গ্রেফতার, রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা

ইম্ফল, ২৯ জুন — মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় একাধিক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে এবং উদ্ধার হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অস্ত্র ও গুলি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চালানো এই অভিযানে উগ্রপন্থা, অস্ত্র মজুদ ও যানবাহন চুরির মতো অপরাধে যুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

থোবাল জেলার লিলং চাওবক এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে সৈয়দ রিয়াজ নামে এক ব্যক্তিকে, যাঁর বিরুদ্ধে যানবাহন চুরির অভিযোগ রয়েছে। অভিযানে তাঁর বাড়ি থেকে একটি নিবন্ধনবিহীন নীল রঙের টু-হুইলার, একটি চাবি এবং সংশ্লিষ্ট আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। লিলং থানার অধীনে এই অভিযান চালানো হয়।

এদিকে তেনগনৌপাল জেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি অস্ফোটিত বোমা উদ্ধার করে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্কতায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং নিরাপদে তা নিষ্ক্রিয় করে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উগ্রপন্থী দমনে পৃথক অভিযানে নিরাপত্তাবাহিনী গ্রেফতার করেছে তিনজন সক্রিয় ক্যাডারকে। তেনগনৌপাল জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন বর্ডার পিলার নম্বর ৮৭-এর কাছে এক উগ্রপন্থীকে আটক করা হয়। একইভাবে ইম্ফল পশ্চিম জেলার কৈশামথোং মেনিং লঞ্জম লাইকাই এলাকায় একজন এবং বিষ্ণুপুর জেলার ওইনাম উষাখাংদাবি এলাকা থেকেও আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে ইম্ফল পূর্ব জেলার ইরিলবুং থানার অধীন এনগারিয়ান হিল এলাকার টিবি হাসপাতালের নিকটে। এখানে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়, যা রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

দেশের অগ্রগতি

● প্রথম পাতার পর

বর্জ্য সংগ্রহ হয়, বর্জ্য জল নদীতে না গিয়ে শোধন করা হয়।" তিনি বলেন, এই ধরনের ছোট ছোট অভ্যাসই বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আহ্বান জানান, নিজের পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন এবং এক নতুন, শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হোন।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে

● প্রথম পাতার পর

পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং বলেন, এমন অনুষ্ঠান দেশ গঠনে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

পশ্চিম জয়নগর বণিক পাড়াস্থিত শঙ্কর গীতা আশ্রমে রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শোনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে, যা অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়।

মণিপুরে অস্ত্র উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পূর্ব জেলার ইরিলবুং থানার অধীন এনগারিয়ান হিল এলাকার টিবি হাসপাতালের নিকটে। এখানে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়, যা রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

মুখে কাপড় বেঁধে হামলা

● প্রথম পাতার পর

আসবাবপত্র সহ রিসেপশনে থাকা বিভিন্ন জিনিস ভেঙে চুরমার করে দেয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভাঙচুর শেষে পুনরায় গাড়িতে করে পালিয়ে যায় তারা। হোটেলের মালিক জানিয়েছেন, কেন এই হামলা সে সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি। এমনকি কারা ছিল সে ব্যাপারেও তিনি অবগত নন। মুখ বাধা থাকায় তাদের কাউকেই চিনতে পারেননি তিনি। এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগর থানায় জানানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তে ঘটনার আসল সত্য উন্মোচন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবি উঠেছে।

পুনরায় চালু হল

● প্রথম পাতার পর

যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয় এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের টিম ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার এবং ট্র্যাক পুনরুদ্ধারের জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এই গুরুত্বপূর্ণ হিল সেকশনে সুরক্ষিত এবং সুগমভাবে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় শুরু নিশ্চিত করেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সময়কালে যাত্রী এবং সাধারণ জনগণের ধৈর্য্য এবং বোঝাপড়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানায়। যাত্রীদের সর্বশেষ ভ্রমণ এবং ট্রেন পরিষেবা তথ্যের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে আপডেট থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব

● প্রথম পাতার পর

নতুন পাইপ বসানো এবং পানীয় জলের ওভারহেড ট্যাঙ্ক ও আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংকের জল পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। রোগীদের রিপোর্ট সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ওষুধ সময় মত দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতি নির্দেশ দেন। তিনি এলাকাবাসীকে জল ফুটিয়ে খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। জেলাশাসক জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

ছেলে ও পুত্রবধূর হাতে

● প্রথম পাতার পর

থাকা ওনার যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসনপত্র সবকিছুই নিয়ে গেছে ছেলে এবং পুত্রবধূ। এমনকি ঘর খুলে দিতে বললে বিভা শীলের উপর শারীরিক নির্য্যাতন করে উনার পুত্রবধূ, এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি। দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি জানিয়েও কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় খোয়াই মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা। কিন্তু মহিলার অভিযোগ পুলিশও উনাকে সহযোগিতা করছেন না। দীর্ঘ তালবাহানা করছেন। শেষ পর্য্যন্ত আজ পুনরায় খোয়াই মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা। এদিকে ঘটনার অভিযোগমূলে বিভা শীলের পুত্রকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিভা শীলের দাবি প্রশাসন যেন ওনাকে ন্যায্য বিচার পাইয়ে দেন।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

চন্দ নামে এক ব্যক্তি উনার টিআর০২- সি- ৩৮৯৪ নম্বরের ইলেকট্রিক অটো গাড়িতে করে ব্রাউন সুগার নিয়ে কৈলাসহরে প্রবেশ করছে। পুলিশ উত্তর কাচেরঘাট এলাকায় গিয়ে সাদা পোশাক পরে উৎপেতে বসে থাকে। গাড়িটি আসলে আটক করে পুলিশ এবং গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি সাবানের কেসের মধ্যে সাড়ে দশ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকা হবে।

পাশাপাশি সেই ইলেকট্রিক অটোকেও থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গোবিন্দ চন্দকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সে ব্রাউন সুগারগুলি শহরে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল। তার সাথে এই কাজে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে পুলিশ। মামলাটির নম্বর হল ২৮/২০২৫। রবিবার দুপুর বেলা রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করে অভিযুক্ত গোবিন্দ চন্দকে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

বোড়োল্যান্ডে খেলাধুলার জয়গান 'মন কি বাত'-এ, সিইএম টুর্নামেন্টকে ঐক্যের প্রতীক বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি/গুয়াহাটি, ২৯ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১২৩তম পর্বে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়নে (বিটিআর) ক্রীড়া চর্চা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশংসা করেন। তিনি 'বোড়োল্যান্ড সিইএম টুর্নামেন্ট'-কে "ঐক্য ও আশার প্রতীক" বলে অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ বোড়োল্যান্ড এক নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এখানকার যুবসমাজের আত্মবিশ্বাস ফুটবল মাঠে বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বোড়োল্যান্ডে আয়োজিত সিইএম টুর্নামেন্ট শুধুই একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি একটি উৎসব, যা ঐক্য, সহযোগিতা এবং আশার বার্তা বহন করে।"

বিভিন্ন স্তরেগ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও কাউন্সিল স্তরেএই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়, যাতে স্থানীয় জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। এই উদ্যোগ বোড়োল্যান্ড ফুটবল একাডেমির মতো প্রশিক্ষণমূলক কাঠামো ও দুরান্ড কাপের মতো জাতীয় স্তরের আসরে বোড়োল্যান্ড এফসির অংশগ্রহণের সঙ্গে মিলিয়ে এক বৃহৎ ক্রীড়া আন্দোলনের দিশা দেখাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে ৩,৭০০-রও বেশি দল এবং প্রায় ৭০,০০০ খেলোয়াড়, যার মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেন, "এই পরিসংখ্যানগুলোই বোঝায়, বোড়োল্যান্ডে কী বিশাল সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। এই অঞ্চল আজ দেশের ক্রীড়া মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।"

তিনি জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য পাওয়া খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করে বলেন"হালিচরণ নার্জারি, দুর্গা বোরো, অপূর্ব নার্জারি ও মানবীর বসুমতরীতাঁরা শুধু প্রতিভাবান ফুটবলার নন, বরং বোড়োল্যান্ডের নতুন প্রজন্মের মুখ, যারা অঞ্চলটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।"

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রশংসা করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "বোড়োল্যান্ডে এক সময় যে সিইএম টুর্নামেন্ট কল্পনাও করা যেত না, তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে সঠিক নেতৃত্ব ও যুবশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে।"

তিনি আরও বলেন, "গত পাঁচ বছরে বিটিআর যে রূপান্তরের সাক্ষী হয়েছেসন্ত্রাস থেকে শান্তির পথে যে যাত্রা তা প্রধানমন্ত্রীর উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতি দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।"

এছাড়া শনিবার বোড়ো নেতা বীর চিলাগাং বসুমতরীর ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বিটিসি প্রধান প্রমোদ বোরো ঘোষণা করেন, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি করে আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে, যা বসুমতরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আসন্ন বিটিসি নির্বাচনে বিজেপি ও ইউপিপিএল পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও বোড়োল্যান্ডে ক্রীড়া ও শান্তির জয়যাত্রা আগামী দিনের রাজনীতিতে একটি নতুন দিশা দেখাবে।

রবিবার আগরতলায় সিপিএমের পক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়।

‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ও ‘সমাজতন্ত্র’ পাশ্চাত্য ধারণা, সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার দাবি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২৯ জুন: সংবিধানের প্রস্তাবনায় থাকা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ও ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দদুটিকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর দাবি, এই দুটি শব্দ ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং পশ্চিমা দর্শনের প্রতিফলন। শনিবার গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন, যা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিয়েছে।

‘দ্য ইমারজেন্সি ডায়েরিজ: ইয়ার দ্যাট ফরগট আ লিডার’ বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি একজন গর্বিত হিন্দু। একজন মুসলিমও যদি তাঁর ধর্মে বিশ্বাস রাখেন, তাহলে আমরা কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারি?” তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, ‘সেকুলারিজম’ শব্দটি ভারতীয় ‘সর্বধর্ম সমভাব’-এর ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

শর্মা আরও বলেন, “ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র — এই দুটি শব্দ সংবিধানের মূল পাঠে ছিল না। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জরুরি অবস্থার সময় এগুলো সংযোজিত হয়েছিল। আমি মনে করি, এগুলো এখন বাদ দেওয়ার সময় এসেছে।” তাঁর যুক্তি, এই ধারণাগুলি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব; এগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় মূল্যবোধকে চাপা দেওয়া হয়েছে।

সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, “সমাজতন্ত্র কখনই ভারতের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল না। ভারত বরাবরই ‘সর্বোদয়’ ও ‘অন্ত্যোদয়’-এর দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। সমাজতন্ত্র আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ বাস্তব হল, বিজেপিকে কিছু না করেও কংগ্রেস নিজেই তার সমাজতান্ত্রিক নীতিকে ধ্বংস করেছে নরসিমহা রাও ও মনমোহন সিং-এর হাত ধরে।”

প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণায় দেশে জারি হয় জরুরি অবস্থা। তা বলবৎ ছিল ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত। এই সময়কালকে স্মরণ করেই শনিবার আয়োজিত হয়েছিল উল্লিখিত বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান। বইটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জরুরি অবস্থার সময় সংঘের প্রচারক হিসেবে তাঁর ভূমিকার প্রেক্ষিতে রচিত।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে হিমন্ত বলেন, “জরুরি অবস্থার সময় যেভাবে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করা হয়েছিল, তা জাতি হিসেবে ভুলে গেলে চলবে না। এধরনের ঘটনা আবার ঘটুক, আমরা চাই না।”

রাজনৈতিক মহলের মতে, সংবিধান থেকে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বাদ দেওয়ার দাবি নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত প্রস্তাব। এটি জাতীয় স্তরে নতুন আলোচনা ও প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। এখন দেখার, এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে কী প্রভাব ফেলতে চলেছে।

কামাখ্যা মন্দিরে দুই দিক থেকে রোপওয়ে নির্মাণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, পর্যটনে আসবে গতি

গুয়াহাটি, ২৯ জুন — অম্বুবাচী উৎসবের সমাপ্তির পর শনিবার গুয়াহাটির ঐতিহাসিক নীলাচল পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত মা কামাখ্যার মন্দিরে পুজো দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মন্দির দর্শনের পর তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেনভক্তদের যাত্রা আরও সহজ ও স্বল্পসময়ে সম্পন্ন করতে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত দুটি রোপওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, একটি রোপওয়ে কামাখ্যা রেলস্টেশন থেকে এবং অপরটি সোনারাম ফিল্ড থেকে মন্দির পর্যন্ত নির্মিত হবে। এই দুই রোপওয়ে প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি আরও কিছু সম্ভাব্য রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষাও চলছে।

তিনি বলেন, “এই রোপওয়ে দুটি চালু হলে ভক্ত ও পর্যটকদের যাত্রা হবে আরও সাচ্ছন্দ্যময় ও দ্রুত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এমপি এলএডি তহবিল কেলেঙ্কারি: ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল মুখ্যমন্ত্রীর ভিজিল্যান্স সেল

গুয়াহাটি, ২৯ জুন — সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন (এমপি এলএডি) তহবিলের অপব্যবহার সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শেষ করে এবার ১০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজরদারি সেল (স্পেশাল ভিজিল্যান্স সেল)। সরকারি অর্থের দুর্নীতির এই মামলাটি রাজ্য প্রশাসনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

চার্জশিটটি দায়ের করা হয়েছে ভিজিল্যান্স থানার মামলা নম্বর ০২/২০২৩-এর অধীনে। এতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র), ৪০৯ (বিশ্বাসভঙ্গ), ৪২০ (প্রতারণা), ২০১ (প্রমাণ লোপাট), ৪৬৮ ও ৪৭১ (জালিয়াতি), দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর একাধিক ধারা, এবং অসম রাজস্ব দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ ও অসম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০১৭-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, অভিযুক্ত ১০ জনের মধ্যে রয়েছেন শর্মিষ্ঠা বরা, যিনি বরখাস্ত উপসচিব হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন; মুনীন্দ্র বরদলই, যিনি তৎকালীন কামরূপ (মেট্রো) জেলার ইন-চার্জ জেলা উন্নয়ন কমিশনার ছিলেন এবং বর্তমানে বরখাস্ত; হেমন্ত দত্ত, বরখাস্ত সহকারী কমিশনার; এবং দিগন্ত কলিতা, যিনি সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী পদে কর্মরত থাকাকালীন বরখাস্ত হন। এছাড়াও অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন নির্মাণ কমিটির সঙ্গে যুক্ত শঙ্কর কলিতা, পার্থ প্রতিম কলিতা, ভাস্কর দাস, কামিনী দাস এবং অতুল চন্দ্র ডেকা। তালিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল বর্তমান রাজ্যসভা সাংসদ অজিত কুমার ভূঞা। চার্জশিটটি একটি বিশাল নথি, যার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩,৭৫৬।

সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রসিকিউশন স্যাংশনের অনুমতি রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে দিয়েছে। তবে সাংসদ অজিত ভূঞার বিরুদ্ধে অনুমতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকে, যা প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

এর আগে, একই মামলার আরও তিন অভিযুক্তসুকন্যা বরা (তৎকালীন এডিসি ও নির্মাণ কমিটির সভাপতি), বিষ্ণজিৎ ডেকা ও জিতু কলিতাএর বিরুদ্ধে চার্জশিট (নং ১৩/২০২৪) গত বছরের ৬ ডিসেম্বর দাখিল করা হয়েছিল।

নজরদারি সেলের এই পদক্ষেপকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে এই মামলার প্রভাব গভীর এবং এটি ভবিষ্যতে সরকারি প্রকল্পের তহবিল ব্যবহারে আরও কঠোর নজরদারির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উমাকান্ত একাডেমী ছাত্র নিবাসে রেগিংয়ের অভিযোগে তড়িঘড়ি পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: রাজ্যের অন্যতম খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্র নিবাসে রেগিংয়ের ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। ছাত্রাবাসে দুই ছাত্রের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যান ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মন্ত্রী উক্ত হোস্টেলে উপস্থিত হয়ে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, হোস্টেল সুপার এবং ছাত্রদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি বিষয়টি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং স্পষ্টভাবে জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিকাশ দেববর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, “উমাকান্ত একাডেমী বিদ্যালয়টি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। এখানে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা এখানে থেকে পড়াশোনা করে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখে। অথচ সেই শিক্ষাজীবনে রেগিংয়ের মতো ঘৃণ্য প্রথা তাদের মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে এটা সত্যিই দুঃখজনক।”

তিনি আরও বলেন, “রেগিং ছাত্রজীবনের একটি অভিশাপ, যা শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। এটি ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও মানসিক সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমন ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।”মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেন এবং রেগিং প্রতিরোধে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন জানান, “স্কুল, কলেজ এবং হোস্টেল চত্বরে যেন কোনোভাবেই রেগিং না হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে পড়াশোনার পরিবেশ গড়ে তুলুন।”

উল্লেখ্য, রেগিং বিরোধী প্রচার এবং নির্দেশিকা রাজ্য সরকার বারবার জারি করলেও কিছু উশৃঙ্খল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এখনো এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা শিক্ষার পরিবেশকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।মন্ত্রীর এই দ্রুত পদক্ষেপ শিক্ষাজগতে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন মহল।

গোসাইগাঁওয়ে জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১৮ জন, উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি

গুয়াহাটি, ২৯ জুন — জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে গোসাইগাঁওয়ের ২ নম্বর হাশরাওবাড়ি গ্রামে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘটিত এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অন্তত ১৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন নারী ও পুরুষ উভয়েই। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

সংঘর্ষের পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে গোটা এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর, গুরুতর আহতদের কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ চলছিল সোমেশ আলি ও কামাল উদ্দিন নামের দুই পরিবারের মধ্যে। আজ সকালে সোমেশ আলির পরিবার জমিতে চাষ শুরু করলে কামাল উদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের একাধিক ব্যক্তি আহত হন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং টহল জোরদার করা হয়েছে।

প্রশাসনের তরফ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। ঘটনার পর নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রড চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই চোর

বিশালগড়, ২৯শে জুন : ছুটির দিনে রড চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসী ও নাইট গার্ডের হাতে ধরা পড়ল দুই চোর। রবিবার সকালে বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নেশার টাকা জোগাড় করতেই এই নেশাগ্রস্ত যুবকরা প্রতিনিয়ত এলাকায় এমন অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

সকালে তিন চোর স্কুলের লোহার রড চুরি করতে যায়। স্কুলের নাইট গার্ডের হাতে দুই চোর ধরা পড়লেও একজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ এসে দুই চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

দুপুরের দিকে এই দুই চোরকে এলাকাবাসীর একাংশ উত্তম-মাধ্যম দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন যে এই নেশাগ্রস্ত যুবকরা নেশার টাকার জন্য এলাকায় বিভিন্ন চুরি ও অসামাজিক কাজ করে আসছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসীর হাত থেকে চোরদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফের মন্দিরে চোরের তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুন: ফের মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এবার ঘটনা উদয়পুর চন্দ্রপুর বাজার সংলগ্ন রামঠাকুর সেবা মন্দিরে। কয়েক লক্ষাধিক টাকা সহ ঠাকুরের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল।

রাতের আঁধারে চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটলো উদয়পুর চন্দ্রপুর ভিলেজ বাজার সংলগ্ন রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রবিবার বিকেল তিনটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কয়েক লক্ষাধিক টাকা। চুরি গেছে ঠাকুরের পিতলের বাসনপত্র, সাজসজ্জার সামগ্রীসহ পূজার বিভিন্ন আসবাপত্রও।সকালে মন্দির খোলার সময় এই ঘটনা প্রথম চোখে পড়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় রাধা কিশোরপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এটি পূর্ব পরিকল্পিত চুরির ঘটনা।এলাকাবাসীর অভিযোগ, মন্দির চত্বরে আলোর ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ছিল না, যা চোরদের সুবিধা করে দিয়েছে।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। চোরদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে ভারত : ‘ইটি ডাক্টরস ডে কনক্লেভ’-এ বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিংহ শনিবার ইকোনমিক টাইমস ও টাইমস নাও আয়োজিত ‘ডাক্টরস ডে কনক্লেভ’-এ বলেন, ভারত বর্তমানে স্বাস্থ্য প্রযুক্তির এক বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেন, “ভারত এখন ১০ নম্বর অর্থনীতি থেকে ৪ নম্বরে উঠে এসেছে, এবং স্বাস্থ্যখাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।”

মন্ত্রী ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাত্রা ও দেশীয় জীববিজ্ঞান কিট বহনের ঘটনাকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ খুব শিগগিরই ’স্পেস মেডিসিন’-এর মতো নতুন চিকিৎসাশাখার পথ খুলে দিতে পারে। তিনি জানান, ভবিষ্যতে ‘স্পেস ফিজিশিয়ান’ নামে একটি আলাদা চিকিৎসা শাখা চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ড. সিংহ ভারতের সামনে থাকা “দ্বিমুখী স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ”-এর কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একদিকে দেশের ৭০ শতাংশের বেশি জনগণ ৪০ বছরের নিচে, অপরদিকে গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক জনগণের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। ১৯৪৭ সালে গড় আয়ু যেখানে ছিল ৫০-৫৫ বছর, আজ তা ৮০-এর কাছাকাছি। এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তন স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি নতুন ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে।

কোভিড-পরবর্তী সময়ে সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের যুগপৎ বিস্তারকেও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরে ড. সিংহ বলেন, এই সমস্যা মোকাবিলায় সময়মতো রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি। তিনি এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেলিমেডিসিন ও মেশিন লার্নিং-এর মতো প্রযুক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে প্রাথমিক স্তর থেকেই সহযোগিতা থাকলে সাফল্য অনেক বেশি সম্ভব।

তিনি জানান, ভারত সফলভাবে কোভিড-১৯ এর জন্য বিশ্বের প্রথম ডিএনএ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে, সার্ভিকাল ক্যান্সার রোধে এইচপিভি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে এবং দেশের প্রথম জিন থেরাপি ট্রায়ালও সম্পন্ন হয়েছে, যার গবেষণা বিশ্বের অন্যতম নামী মেডিক্যাল জার্নাল নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন -এ প্রকাশিত হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নাফিথ্রোমাইসিন নামে দেশীয়ভাবে তৈরি প্রথম অ্যান্টিবায়োটিকও উদ্ভাবন করেছেন, যা দেশের ওষুধ শিল্পে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ড. সিংহ বলেন, এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী সমন্বয়। তিনি বলেন, “প্রথম থেকেই দুই খাতের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে আজ এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।”

চিকিৎসাশিক্ষায় প্রযুক্তি সংযোজন প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, আইআইটি কানপুর ও আইআইএসসি বেঙ্গালুরু তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি এই উদ্যোগকে ভবিষ্যতের ‘হোলিস্টিক শিক্ষা ও চিকিৎসা’ মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেন।

মন্ত্রী বলেন, টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার ১০০ শতাংশ ডিজিটাল এবং ক্যাশলেস হাসপাতাল ব্যবস্থার পথিকৃৎ। এছাড়া কুম্ভমেলার মতো বিশাল সমাবেশেও ভারত রেডিয়েশন-ভিত্তিক ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে ৪০ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী স্বাস্থ্যঝুঁকি ছাড়াই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় সম্প্রতি শুরু হওয়া ‘মিশন মৌসম’-এর উল্লেখ করে ড. সিংহ বলেন, এটি একটি প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যা আবহাওয়া-সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

ড. জিতেন্দ্র সিংহ তার বক্তব্যের শেষে বলেন, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় টেকসই উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করা জরুরি। একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সরকারএই চারটি স্তরের মধ্যে গভীর সমন্বয় তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, “সবার হাতে প্রযুক্তি তুলে দিলেই হবে না, চিকিৎসার বিজ্ঞান ও আত্মাদুয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে এগোতে হবে।”

অঙ্গন

ঐতিহাসিক জয়, এসজেএফআই-এর সভাপতি সরযূ, নির্বাচিত সুপ্রভাতও

ভুবনেশ্বর থেকে এস. দেবনাথ, ২৯ জুন।। ঐতিহাসিক জয়। সাংবাদিক জগতের মাইলস্টোন। সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ত্রিপুরার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি পদেও বিরাজমান তিনি। এক্সিকিউটিভ সদস্য হিসেবেও পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যের আরও একজন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। টিএসজেসি-র সহ-সভাপতি এবং জেআরসি-র সভাপতিও। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে রবিবার দুপুরে সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন এবং তারপর ২০২৫-২০২৭ বর্ষের জন্য ফেডারেশনের কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গোপন ব্যালটে নির্বাচনোত্তর পর্বে ঘোষিত ফলাফলে এস.জে.এফ.আই-এর সভাপতি: সরযূ চক্রবর্তী (ত্রিপুরা), সহ-সভাপতি: দীপক রাগভ (তামিলনাড়ু), নরেশ সেলকে (নাগপুর), সুরেশ কুমার সোয়াইন (ওড়িশা), সাবী হোসেন নাকভি (দিল্লি), সচিব: রমেশ ভারিকোপালে (তেলেঙ্গানা), যুগ্ম সচিব: পার্থ চক্রবর্তী (আসাম), কোষাধ্যক্ষ: সঞ্জয় ঘারপোরে (মুম্বাই), কার্যকরী সদস্য: সুপ্রভাত দেবনাথ (ত্রিপুরা), রাজেশ কুমার সি.কে(কেরালা), স্বরূপ স্বামীনাথন (তামিলনাড়ু) সন্দীপ মিশ্র (ওড়িশা), ইমতিয়াজ আহমেদ (আসাম), সাবু চেরিয়ান (গুজরাট), অতুল জে লোকে (মুম্বাই) নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, সম্মেলনে সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সিদ্ধান্তক্রমে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড হিসেবে এবছর প্রাক্তন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের পর সন্ধ্যায় কেআইআইটি ডিমডইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে এসজেএফআই-এর সদস্যদের সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সিনিয়র ক্রিকেটে রাইহানের ৬ উইকেট সোনামুড়ায় ধরাশায়ী সাব্রুম মহকুমা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাব্রুম মহকুমাকে বিধ্বস্ত করে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসলো সোনামুড়া মহকুমা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। জামজুরি স্কুল মাঠে রবিবার সাব্রুমের ক্রিকেটারদের নিয়ে ছেলেখেলা করে জয় পেলো সোনামুড়া মহকুমা। ১৮০ রানের বড় ব্যবধানে। সোনামুড়া মহকুমার গড়া ২৫৭ রানের জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই বেকায়দায় ছিল সাব্রুম মহকুমা। বৃষ্টির জন্য মাঝপথে খেলা বন্ধ হওয়ায় সাব্রুমের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪২ ওভারে ২১৭ রান। সাব্রুম মহকুমা মাত্র ৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। সোনামুড়া মহকুমার প্রণব দাস, উদিয়ান বসু, অরিন্দম বর্মণ অর্ধশতরান করেছেন। এছাড়া বল হাতে ছয় উইকেট তুলে নেন রাইহান আহমেদ আরমান। আসরে তিন ম্যাচ খেলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে জিরানিয়া এবং সাব্রুম মহকুমার সঙ্গে রয়েছে সোনামুড়া মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া মহকুমা ২৫৭ রান করে। দলের হয়ে প্রণব দাস ৮৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯, দলনায়ক উদিয়ান বসু ৫৭ বল খেলে সাতটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭, অরিন্দম বর্মন ৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২, দেবরাজ দে ৩৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং বিকাশ মজুমদার ২০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রান করেন। সাব্রুম মহকুমার পক্ষে দ্বীপায়ন দাস ১৮ রানে এবং রঞ্জিত দেবনাথ ৬৭ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সোনামুড়া মহকুমার বোলারদের পেস এবং স্পিন আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে সাব্রুম মহকুমা। দল মাত্র ৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। সাব্রুম মহকুমার কোমড় কার্যত একাই ভেঙ্গে দেন রাইহান আহমেদ আরমান। সাব্রুমের পক্ষে গোবিন্দ দেবনাথ ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১০ রান। সোনামুড়া মহকুমার পক্ষে রাইহান আহমেদ আরমান ৫ রানে ৬ টি, রাজীব সাহা ১০ রানে এবং অমরেশ দাস ১৯ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমবাসাকে হারিয়ে শেষচারে ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক করলো ধর্মনগর মহকুমা। পরাজিত করলো আমবাসা মহকুমাকে। আসরের টানা তিন ম্যাচে জয়লাভ করে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নিলো ধর্মনগর মহকুমা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। রবিবার কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ধর্মনগর মহকুমা ২ উইকেটে পরাজিত করে আমবাসা মহকুমাকে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে আমবাসা মহকুমার গড়া ১৪৪ রানের জবাবে ধর্মনগর মহকুমা ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

বিজয়ী দলের স্বরব সাহানি চারটি উইকেট দখল করেন। এদিন সকালে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ধর্মনগরের দুই বোলার স্বরব সাহানি এবং শুভম সিনহার ভেলকিতে ১৪৪ রানে গুটিয়ে যায় আমবাসা মহকুমা। দলের পক্ষে উত্তম কলই ৩৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৯, সাগর দেব ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, রাহুল পাল চব্বিশ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ৬৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে স্বরব সাহানি ১৬ রানে এবং শুভম সিনহা ২৯ রানে চারটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা ৩৬.৪ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সঞ্জয় শর্মা ৩১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, কুশল মজুমদার ৫০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, জয়দীপ দত্ত ৫৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং সুপ্রিয় দাস কুড়ি বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। আমবাসা মহকুমার পক্ষে মনিশ রুদ্র পাল ৩৫ রানে চারটি উইকেট দখল করেন।

ভারতের কোচ হওয়ার ইচ্ছে আছে সুযোগ কবে পাব জানি না: সৌরভ

কলকাতা: তাঁর ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ককে শ্রদ্ধা করেন সকলেই। কয়েকদিন আগেই সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে ভারতীয় দলের কোচ হতে তৈরি তিনি। শনিবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে ফের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন জাতীয় দলের কিংবদন্তি প্রাক্তন অধিনায়ক। সৌরভ জানালেন, ভবিষ্যতে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় তিনি। সৌরভের সঙ্গে শনিবার সন্ধ্যার সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অরূপই সৌরভকে জিজ্ঞেস করেন, ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসাবে তাঁকে কবে দেখা যাবে? সৌরভ বলেন, ”কোচ হিসেবে জানি না সুযোগ কবে পাব। ইচ্ছে আছে, তবে কবে হবে জানি না।” ক্রিকেট ছাড়ার পর বিভিন্ন ভূমিকায় মাঠের সঙ্গেই জড়িত থাকতে দেখা গিয়েছে সৌরভকে। কখনও ধারাভাষ্যকার, কখনও ক্রিকেট প্রশাসক, সিএবি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছেন, কখনও আবার কোচ কিংবা মেন্টর। দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গেও যুক্ত। তবে সৌরভ নিজে মনে করেন, তাঁর জন্য সেরা বিকল্প ছিল ক্রিকেট খেলাই। সৌরভ বলেছেন, ”খেলা, প্রশাসক, কোচ এই তিনটির মধ্যে বাছতে বলা হলে ক্রিকেটজীবনটাকেই বেছে নেব।” ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হওয়ার ইচ্ছা আগেও প্রকাশ করেছেন সৌরভ। প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যদিও জানিয়েছিলেন, তিনি এখনই কোচ হতে চান না। ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ এবং সময় এলে তিনি নিশ্চয় এই পদ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অতীতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ছিলেন সৌরভ। এছাড়াও দীর্ঘদিন কোচিং বা মেন্টরশিপের কাজে যুক্ত রয়েছেন তিনি। ক্রিকেট প্রশাসনেও দেখা গিয়েছে। সিএবি সচিব, প্রেসিডেন্ট ও পরে বোর্ড প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন তিনি।

সৌরভ নিজে ফুটবলের ভক্ত। তিনি শনিবারের অনুষ্ঠানে বলেছেন, ”ফুটবল খেলতে ভাল লাগত। কোনও কলকাতার ছেলে যে ফুটবলে লাথি মারেনি, আমি দেখিনি। তা ছাড়া আমি অনেক দিন ফুটবল খেলেছি। তবে ক্রিকেটে বেশি সুযোগ পেয়েছি।” যোগ করেন, ”ফুটবল খেলতে গিয়ে অনেক চোট পেয়েছি। মা রাতে চুন হলুদ লাগিয়ে দিতেন। ব্যথা কমিয়ে দিতেন।”

৪১ শতাংশ ব্রাজিলিয়ান নেইমারকে বিশ্বকাপে দেখতে চান না

২০২৬ বিশ্বকাপের এখন আর এক বছরও বাকি নেই। এর মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের পরিকল্পনা গোছাতে শুরু করেছে দলগুলো। নানা নাটকীয়তার পর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় আয়োজিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে অভিজ্ঞ কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে।

ইতালিয়ান এই কোচ আসার পর প্রাসঙ্গিকভাবে বারবার আলোচনায় এসেছে নেইমারের নাম। চোটজর্জর নেইমারকে নিয়ে আনচেলত্তির পরিকল্পনা কী হবে, সেদিকেই ছিল সবার চোখ। নিজের প্রথম দলে ফিটনেসের কারণে না রাখলেও সম্প্রতি নেইমারকে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন আনচেলত্তি।

তবে আনচেলত্তি চাইলেও ব্রাজিলের ৪১ শতাংশ মানুষ চান না নেইমার বিশ্বকাপে খেলুক। ব্রাজিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমত জরিপকারী প্রতিষ্ঠান ‘ডাটাফোলা’র এক জরিপে উঠে এসেছে এ তথ্য।

৪১ শতাংশের না চাওয়ার বিপরীতে ৪৮ শতাংশ অবশ্য নেইমারকে বিশ্বকাপ দলে চান। জরিপ অনুযায়ী, ৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না এবং ৩ শতাংশ বলেছেন, এ বিষয়ে কী মত দেওয়া উচিত, তাঁরা তা বুঝতে পারছেন না।

তবে এই চিত্র ব্যাপকভাবে বদলে গেছে ষাটোর্ধদের মধ্যে করা জরিপে। এই অংশের মধ্যে ৫৩ শতাংশ নেইমারকে দলে ডাকার বিপক্ষে, আর পক্ষে ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ তরুণেরা নেইমারকে ব্রাজিলের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের চেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মনে করলেও বয়স্করা তেমনটা ভাবছেন না। ধারণা করা হচ্ছে, চোটসমস্যা, মাঠে বাইরের আচরণ এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বয়স্কদের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে।

ডাটাফোলার এই জরিপে অংশ নেন ১৬ বছর বা তদূর্ধ বয়সী ২০০৪ জন ব্রাজিলিয়ান নাগরিক। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয় দেশের সব অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৩৬টি শহর থেকে। জরিপটি পরিচালিত হয় ১০ ও ১১ জুন। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল পরের ম্যাচ খেলবে আগামী সেপ্টেম্বরে। যেখানে চিলির বিপক্ষে ঘরের মাঠে এবং বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে প্রতিপক্ষের মাঠে। এ ম্যাচ দুটি দিয়ে নেইমার দলে ফিরতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটে কমলপুরকে হারালো মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘুরে দাঁড়ালো মোহনপুর মহকুমা। কমলপুর মহকুমাকে বিধ্বস্ত করে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। আসরের প্রথম ম্যাচে সদর মহকুমার বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজিত হওয়ার পর রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে কমলপুর মহকুমাকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করে জয় পেলও মোহনপুর মহাকুমা। সন্দীপ সরকারের ভেলকিতে। টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২২ গজে তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেননি কমলপুর মহকুমার ক্রিকেটাররা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই সন্দীপের ভেলকির সামনে মাথা নত করে উইকেট হারাতে থাকে কমলপুর মহকুমা। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪৭ রানে গুটিয়ে যায় দল। দলের পক্ষে সালমান খান একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সালমান ২৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দলের আর কোন ব্যাটসম্যান ২২ গজের রংখে দাঁড়াতে পারেননি। মোহনপুর মহকুমার পক্ষে সন্দীপ সরকার নয় রানে পাঁচটি এবং সুভাষ চক্রবর্তী ৭ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মোহনপুর মহকুমা ১০.৩ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দেবাংশু দত্ত ১৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং ইস্তা দেবনাথ ৩১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন।

কৈলাসহরকে হারিয়ে ঘুরে দাড়ালো বিশালগড় টিম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা রণজি দলের তারকা স্পিনার পারভেজ সুলতানের ভেলকি। তাতেই জয়ে ফিরলো বিশালগড় মহকুমা। পরাজিত করলো কৈলাসহর মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। এম বি বি স্টেডিয়ামে রবিবার হয় ম্যাচটি। তাতে বিশাগড় মহকুমা ১৬ রানে জয়লাভ করে। ম্যাচে বিশাগড় মহকুমার গড়া ১৪১ রানের জবাবে কৈলাসহর মহকুমা ১২৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের পারভেজ সুলতান ৪ উইকেট দখল করেন। আসরে দুই ম্যাচ খেলে দুটি দলই একটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বিশালগড় মহকুমা ১৪১ রান করতে স৭ম হয়। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর দলকে কিছুটা লড়াই করার জায়গায় নিয়ে যান সিদ্ধার্থ দেবনাথ এবং সাহিল সুলতান। দলের পক্ষে সিদ্ধার্থ ৬৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, বিক্রম কুমার দাস ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০,সাহিল সুলতান ৩৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং পারভেজ সুলতান ৩১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। কৈলাসহর মহকুমার পক্ষে সৈকত দাশগুপ্ত ২০ রানে এবং দেবপ্রসাদ সিনহা ৩৪ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরুটা ভালো করলেও দের নীচের সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় কৈলাসহর মহকুমা। দলের পক্ষে অর্কপ্রভ সিনহা ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, সেন্টু সরকার৪৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪,সৈকত দাশগুপ্ত ২৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং সাহেল দেববর্মা ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। বিশালগড় মহকুমার পক্ষে পারভেজ সুলতান ২৬ রানে ৪ টি, অমিত আলি ২৫ রানে ৩ টি এবং লক্ষণ পাল ১৯ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

সামরিক সংঘর্ষের পর প্রথম ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘর্ষের পর প্রথম বার ক্রিকেট মাঠে মুখোমুখি হতে পারে দু’দেশ। পরস্পর দেশে দল না পাঠানোর অবস্থানে দু’বোর্ড অনড় থাকলেও এশিয়া কাপের ম্যাচ এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। তাই ২২ গজের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে পারেন সূর্যকুমার যাদব এবং মহম্মদ রিজওয়ানেরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে প্রতিযোগিতা। তবে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় এশিয়া কাপ ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। যদিও প্রতিযোগিতা বাতিল করতে নারাজ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। দুটি দেশের সম্পর্কের অবনতির প্রভাব এশিয়া কাপে পড়তে দিতে নারাজ এসিসি কর্তারা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। প্রতিযোগিতা হতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। তেমন হলে দেশের মাঠে এশিয়া কাপ আয়োজন করা হবে না বিসিসিআইয়ের। আবার শুধু পাকিস্তানের ম্যাচগুলিও হতে পারে আমিরশাহিতে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এশিয়া কাপ নিয়ে বৈঠক রয়েছে এসিসি। তার পর সূচি ঘোষণা হবে। ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির খেলার কথা। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৪ এসিসি প্রিমিয়ার কাপের রানার্স ওমান এবং তৃতীয় হংকংয়েরও অংশ নেওয়ার কথা। কিন্তু তাদের ছাড়াই হতে পারে প্রতিযোগতা।

ভারতে প্রতিযোগিতা হলেও রিজওয়ানদের পাঠাত না পিসিবি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) মধ্যস্থতার সময়ই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, প্রতিযোগিতা হবে হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তানের ম্যাচগুলি বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কায় হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা প্রতিযোগিতাই হতে পারে নিরপেক্ষ দেশে। যদিও এ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

গত এশিয়া কাপও হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তানে দল পাঠায়নি বিসিসিআই। ভারতের ম্যাচগুলি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। সে বার ভারত-পাকিস্তান তিন বার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। সূচির জন্য সমালোচিত হয়েছিল এসিসি। ব্যবসায়িক লাভের কথা মাথায় রেখে এমন ভাবে সূচি তৈরি করা হয়েছিল, যাতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বেশি সংখ্যায় হয়। এ বার তেমন হওয়ার সম্ভাবনা কম। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও রকম ক্রিকেটীয় সম্পর্ক না রাখার পক্ষে বিসিসিআই কর্তাদের একাংশ। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও ব্যক্তিগত ভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক বজায় রাখার বিরোধী। দু’দলকে একই গ্রুপে রাখা এবং একাধিক ম্যাচ আয়োজনের বিরোধিতা করতে পারে বিসিসিআই। শুধু প্রতিযোগিতার স্বার্থে নকআউট পর্বে মুখোমুখি হতে হলেই হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। সামরিক সংঘর্ষের পর ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাকিস্তান আবার কবে মুখোমুখি হবে, তা জানা যাবে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণার পর। কারণ বিসিসিআই বা পিসিবি কোনও পক্ষই এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানায়নি।

মহিলাদের ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এক দিনের বিশ্বকাপে কলম্বোয় দু’দল মুখোমুখি হবে আগামী ৫ অক্টোবর। তার আগেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামে হবে সূর্যকুমারদের। আইসিসি বা এসিসির প্রতিযোগিতাগুলিতে নিরপেক্ষ দেশে হলেও খেলতে হবে। না হলে শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে। তাই বিসিসিআই কর্তাদের একাংশ ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানকে এড়াতে চাইলেও তা কঠিন।

অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ফুটবলারেরা ক্লাব বিশ্বকাপে সমস্যার শেষ নেই

মাঠে নিয়মিত ব্যবধানে জল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এতই গরম যে মাঠ শুকিয়ে যাচ্ছে ১০ মিনিটেই। সেই মাঠে বল লাফাচ্ছে খরগোশের মতো! আমেরিকায় চলা ক্লাব বিশ্বকাপের মাঠগুলি নিয়ে উঠছে এমনই অভিযোগ। পাশাপাশি, তীব্র গরমে ফুটবলারেরাও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিশেষত ইউরোপের ক্লাবগুলি, যাদের এত তাপমাত্রায় খেলার অভ্যাসই নেই। সিয়াটলের মাঠে সম্প্রতি খেলেছে প্যারিস সঁ জরমঁ। ম্যাচের পর প্যারিসের কোচ লুই এনরিকে বলেন, “গর্তে ভরা কোর্টে বাস্কেটবল খেলা হচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই কোনও দিন দেখতে হবে না। এখানকার মাঠে ফুটবল এমন লাফাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে খরগোশ খেলা করছে। কৃত্রিম ঘাসের মাঠকে এখন স্বাভাবিক ঘাসের মাঠ বানানো হয়েছে। ১০ মিনিটের মধ্যে মাঠ শুকিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপে এ রকম মাঠে খেলে অভ্যস্ত নই আমরা।”

রিয়াল মাদ্রিদের জুড বেলিংহ্যাম বলেন, “সত্যি বলতে, মাঠ মোটেই ভাল নয়। তবে নরকের মতো খারাপও নয়। দু’দল একই মাঠে খেলছে। যদিও এই মাঠে শরীরের ভারসাম্য রাখা যাচ্ছে না। হাঁটুতে চাপ পড়ছে। আশা করি খেলোয়াড়েরা যাতে চোট না পায় সে দিকে খেয়াল রাখা হবে।”

সিনসিনাটি, ফিলাডেলফিয়া এবং শার্লটের মতো শহরে ভালই গরম। তার উপর সম্প্রচারের কারণে ম্যাচ শুরু হচ্ছে দুপুর ৩টের সময়। তখন তাপমাত্রা থাকছে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জলপানের বিরতি থাকলেও কোচেদের কৌশলে প্রভাব পড়ছে। চেলসির কোচ এনজো মারেস্কা বলেছেন, “দুপুরে অনুশীলন করা খুব দরকারি। না হলে ম্যাচে নামা যাবে না।” ম্যাচের পর খেলোয়াড়দের রিকভারির ক্ষেত্রেও সময় লাগছে। সমস্যা হচ্ছে না দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলির, যারা এ রকম তাপমাত্রায় খেলে অভ্যস্ত। ব্রাজিলের চারটি ক্লাবই শেষ ষোলোয় উঠেছে।

গরমের কারণে ঘাসও দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। জল দিয়েও লাভ হচ্ছে না। শক্ত ঘাসে সমস্যা হচ্ছে পাস দিতে। বল দ্রুত না গড়ানোয় খেলোয়াড়েরাও মানিয়ে নিতে পারছেন না।

রোহিতের পরামর্শেই কি বদলে গিয়েছে রাহুলের খেলার ধরন?

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লিডস টেস্টে ভারত হারলেও ব্যাটার হিসাবে সফল কেএল রাহুল। প্রথম ইনিংসে ৪২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৭ রান করেছেন। তাঁর খেলার ধরনের বেশ কিছু বদল দেখা গিয়েছে। ধীরস্থির মনোভাবের পাশাপাশি পরিমিত আগ্রাসনও লক্ষ করা গিয়েছে। ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার ফাঁস করেছেন, রোহিত শর্মার পরামর্শে তিনিই রাহুলের খেলার ধরন পাল্টাতে সাহায্য করেছেন।

গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর ব্যাটিং কোচ হিসাবে নিয়ে এসেছিলেন নায়ারকে। সেই নায়ার বরখাস্ত হয়ে আবার ফিরে গিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কী ভাবে নিজের আগ্রাসন রাহুলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন রোহিত। এই বিষয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন নায়ারকেই।

‘ক্রিকইনফো’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নায়ার বলেছেন, “দায়িত্ব নেওয়ার পর রোহিতের সঙ্গে একটা আলোচনার কথা মনে আছে। ও চাইছিল আমি যাতে রাহুলের খেলার ধরন পাল্টানো নিয়ে কথা বলি। রাহুলের মধ্যে আরও আগ্রাসন চাইছিল ও। ঠিক যে ভাবে রোহিত নিজে খেলে। সে ভাবেই রাহুলের থেকে সেরাটা বার করে আনা যাবে বলে মনে করত ও।”

গত এক বছরে ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলেছেন রাহুল। অস্ট্রেলিয়া সফরে ১০ ইনিংসে ২৭৬ রান করেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচে ১৪০ রান করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাথা ঠান্ডা রেখে খেলার জন্যই তাঁর পারফরম্যান্স মনে রাখা হয়েছে। নায়ার বলেছেন, “রোহিত বিশ্বাস করত যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে রাহুলই। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া সিরিজ এবং ইংল্যান্ডেও ভাল খেলবে ও। অস্ট্রেলিয়া সফর রাহুলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। টি-টোয়েন্টি দল থেকে আগেই বাদ পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়াতেও খারাপ খেললে সেটাই ওর শেষ সিরিজ হতে পারত।”কী ভাবে রাহুলের মধ্যে বদল এনেছেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নায়ার বলেছেন, “ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছি। তার পর ওর মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস তৈরি করতে পেরেছি। নিজের অনুশীলনে সামান্য কিছু বদল আনার ব্যাপারে ও আমার উপরে বিশ্বাস রেখেছে। ওর কৌশল, স্টান্স, ক্রিজে দাঁড়ানো সবেতেই কিছু না কিছু বদল আনা হয়েছে।”

ক্ষোভ উগরে আম্পায়ারদের শাস্তির দাবি ক্যারিবিয়ান অধিনায়কের

বিতর্কিত টেস্ট। আর তাতে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থেকেও অনবদ্য কামব্যাক করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৫৯ রানে হারিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ঘটনাচক্রে একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছে ক্যারিবিয়ান দল। আর তাতে বেজায় চটেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রস্টন চেজ। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি আম্পায়ারদের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন। প্রথম টেস্টে ছ-ছ’টি সিদ্ধান্ত নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। টিভি আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টককে নিয়েই বিতর্ক তুঙ্গে। প্যাট কামিন্সের বলে এলবিডব্লিউ হন চেজ। ডিআরএস নেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। কিন্তু বল আগে ব্যাটে লেগেছে নাকি প্যাডে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রিপ্লেতে দেখা যায়, ব্যাটের কাছ দিয়ে বল যাওয়ার সময় স্পষ্ট ‘স্পাইক’ রয়েছে। তারপরও আউট দেন থার্ড আম্পায়ার হোল্ডস্টক। তার কয়েক ওভার পরেই ফের নাটক। হোপের ব্যাটে লেগে বল চলে যায় উইকেটের পিছনে। উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি ঝাঁপিয়ে বল ধরলেও পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল মাটিতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তারপরও হোপকে আউট দেওয়া হয়।

ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক বলেন, “এটা খুবই হতাশাজনক। ক্রিকেটাররা গোলমালে জড়িয়ে পড়লে বা লাইনের বাইরে গিয়ে আচরণ করলে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাচের কর্মকর্তাদের কখনও কিছুই করা হয় না। ভুল সিদ্ধান্ত দিলেও তাঁদের জীবনে কোনও পরিবর্তন হয় না।”

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

২০১৮ সাল থেকে

রাজ্যে ৭০৬ হেক্টর জমি আম চাষের আওতায় আনা হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: রাজ্যে আমচাষকে উৎসাহিত করতে ২০১৮ সাল থেকে ৭০৬ হেক্টর নতুন জমিতে আমচাষ শুরু হয়েছে এবং এবার ধলাই জেলার গণ্ডাতুইসা তে ১৮ হেক্টর পুরাতন আমবাগান পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রবিবার গণ্ডাতুইসার নারিকেল কুঞ্জে আয়োজিত "মনসুন ম্যাঙ্গো ফিয়েস্তা ২০২৫" অনুষ্ঠানে একথা জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন ত্রিপুরার উপযোগী আবহাওয়া, মাটি এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত আম চাষের জন্য আদর্শ। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যে ফল চাষে জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে কৃষকেরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন।

তিনি জানান নাগিছড়া উদ্যান ও গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন উন্নত প্রজাতির আমের চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে ১৩টি দেশীয় (যেমন— অম্বিকা, অরুণিকা, আম্রপালি, হিমসাগর ইত্যাদি) এবং ২২টি বিদেশি প্রজাতি (যেমন— মিয়াজাকি, হরিভাঙা, ইয়েলো ব্যানানা, জাপানিজ অল টাইম, থাই হিমসাগর ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে ফল চাষের আওতায় রয়েছে ৫৮,৪৯১ হেক্টর জমি, যার মধ্যে আম চাষ হচ্ছে ১০,১৯২ হেক্টরে। মোট আম উৎপাদন ৫১,৩৬৮ মেট্রিক টন, গড় উৎপাদন ৫.০৪ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টর।

কৃষিমন্ত্রী বলেন গণ্ডাছড়া মহকুমায় বর্তমানে ১৮৬ জন কৃষকের পরিচালনায় ২৭৭ হেক্টর জমিতে ৪টি দেশীয় ও ১৮টি বিদেশি উন্নত প্রজাতির আম বাগান রয়েছে। এখানকার গড় উৎপাদন ৮—৯ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টর, যেখানে জাতীয় গড় ৯.৬৬ মেট্রিক টন। প্রতি হেক্টরে বার্ষিক নিট আয় ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা।

তিনি আরও জানান, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সিঞ্চন যোজনার (ঞ্চপ্পঞ্ছ) প্রকল্পের অধীনে ৯টি আম বাগানে ড্রিপ সিঞ্চাই ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং ৩০ হেক্টর পুরনো বাগান পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এ বছর আরও ১৮ হেক্টর পুরনো বাগান পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও, উন্নত ফল চাষ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের জন্য গণ্ডাছড়ার ১৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মন্ত্রী জানান যে চলতি বছরে গণ্ডাছড়া কৃষি মহকুমায় আরও ৫০ হেক্টর জমিতে নতুন আম বাগান গড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ১০ হেক্টর জমিতে আনারস ও ১ হেক্টরে কাঁঠাল চাষের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইতোমধ্যেই ১০টি সোলার-চালিত কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে। এ বছর গণ্ডাছড়াতেও একটি নতুন সোলার কুল চেম্বার তৈরি করা হবে, যাতে চাষিরা ফল সংরক্ষণে আরও বেশি সুবিধা পান।

রামনগরে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির যুদ্ধবিরোধী মানববন্ধন: "যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই"

আগরতলা, ২৯ জুন : গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের অঞ্চল সম্মেলন চলছে। এরই অংশ হিসেবে রবিবার রামনগর অঞ্চল কমিটি এক যুদ্ধবিরোধী মানববন্ধন সংঘটিত করে।

এই মানববন্ধনে "যুদ্ধ নয় শান্তি চাই", "আমেরিকার দাদাগিরি বন্ধ করতে হবে", "ভারতের বিদেশ নীতি পরিবর্তন করতে হবে" সহ বিভিন্ন জোরালো দাবি উত্থাপন করা হয়।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রামনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক নারী ও সমাজকর্মীরা অংশ নেন। তাঁরা প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জানান।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান।

পরিসংখ্যান আমাদের উন্নয়নের মানচিত্র তৈরি করার অন্যতম উপাদান: পরিসংখ্যান মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ আধুনিক ভারতের পরিসংখ্যানের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি ছিলেন পরিসংখ্যানবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। তিনি ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে আমাদের দেশকে সুসংহত পরিকল্পনার পথ দেখিয়েছেন। তাই আজকের দিনটি দেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। পরিসংখ্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে আয়োজিত পরিসংখ্যান দিবস-২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। এবছর পরিসংখ্যান দিবস এর মূল থিম হলো-"৭৫ বছর পূর্তি- জাতীয় নমুনা জরিপ"। যার মাধ্যমে জাতীয় নমুনা জরিপের দেশে তথ্য সংগ্রহ ও নীতিগত পরিকল্পনায় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

পরিসংখ্যান দিবসের উদ্বোধন করে পরিসংখ্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ভারতে পরিসংখ্যানের জনক অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, পরিসংখ্যান আমাদের উন্নয়নের মানচিত্র তৈরি করার অন্যতম উপাদান। তিনি বলেন, দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের কঠোর শ্রমের ফলে ত্রিপুরার বাস্তব তথ্য আমাদের হাতে এসে যায়। যার উপর ভিত্তি করে আমরা জনগণের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। তিনি বলেন, দিল্লিতে পরিসংখ্যান বিষয়ক বৈঠকে এই দপ্তরের সাফল্য অন্য রাজ্যগুলির কাছেও প্রশংসিত হয়েছে। তারা আমাদের রাজ্যে এসে এই কর্মপ্রচেষ্টা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যা আমাদের গর্বিত করে। এলক্ষ্যেই আজ নতুন ৭টি প্রকাশনার সূচনা করা হয়েছে। এছাড়া ইকোনোম্যাট্রিক্স অব চেইঞ্জ বইয়ের ডিজিট্যালি উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সত্য তথা রাজ্যের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আর্থ সামাজিক মানদন্ডের নির্দেশ দেয়। পরিশেষে তিনি "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচিতে প্রতিটি অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগানোর জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির ভাষণে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্র নতুন ৭টি প্রকাশনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আগামী জুলাই মাস থেকে পর্যটন ক্ষেত্রে সার্ভের কাজ শুরু করা হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং। অনুষ্ঠানে প্রয়াত অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের জীবন ও কর্মধারা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা চিরঞ্জীব ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের (সেন্সাস অপারেশনস) যুগ্ম অধিকর্তা প্রসেনজিৎ নাথ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ কফি টেবিল বুক, জেলা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রতিবেদন, ত্রিপুরার আমদানি রপ্তানি পরিসংখ্যান, পরিবেশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংকল্প-ত্রিপুরা, নগর স্থানীয় সংস্থার হিসাব-ত্রিপুরা, মাংস ও মাংসজাত পণ্যের হারের উপর সমীক্ষা-ত্রিপুরা এবং কিউ-২ এই ৭টি প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে অতিথিগণ প্রয়াত অধ্যাপক মহলানবিশের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পল এস দার্লং।

আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আইএনটিইউসি সহ ১০ টি শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আইএনটিইউসি সহ ১০ টি শ্রমিক সংগঠন। রবিবার আইএনটিইউসির অফিসে সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব কুমার রায় সাংবাদিক সম্মেলনে ধর্মঘট সফল করার জন্য সকলস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমও আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ৯জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আইএনটিইউসি সহ দেশের ১০টি শ্রমিক সংগঠন। প্রস্তাবিত ধর্মঘট সফল করার জন্য আইএনটিইউসির পক্ষ থেকে রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য কার্যালয়ে রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কুমার রায় বলেন কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করেছে তা ক্রমিক স্বার্থ বিরোধী। তিনটি শ্রম কোড বাতিল করে পুরনো শ্রম আইন পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বলেন বর্তমান সরকার যে শ্রম ও আইন তৈরি করেছে তা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী এবং কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থ সুরক্ষাকারী। স্বার্থ বিরোধী এই আইন অবিলম্বে বাতিল করার জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। মোট ১৮ দফা দাবিতে আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি। ইনটাক রাজ্য অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কুমার রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক স্বপন দে, জ্যোতির্ময় ধর, সুশান্ত সেন চৌধুরী, সমীর দাসসহ অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের অনুষ্ঠান শুনলেন মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাতের ১২৯তম পর্ব রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম জয়নগর বণিকপাড়াস্থিত শংকর গীতা আশ্রমে শ্রবণ করেন মেয়র সহ অন্যান্যরা।

মন কি বাত আক্ষরিক অর্থে 'মনের কথা 'যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আয়োজিত একটি ভারতীয় রেডিও অনুষ্ঠান। যেখানে তিনি ভারতীয়দের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ৩ অক্টোবর ২০১৪ সালে প্রথম বারের মত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল 'দৈনন্দিন শাসনের বিষয়গুলিতে নাগরিকদের সাথে একটি সংলাপ স্থাপন করা'। অনুষ্ঠানটি 'অত্যন্ত অরাজনৈতিক'। এটি ভারতের 'প্রথম দৃশ্যত সমৃদ্ধ রেডিও অনুষ্ঠান'যার মাধ্যমে মোদিজি ভারতবাসীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং চলমান বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন।

আজ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের ১২৯ তম পর্ব। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম জয়নগর বণিক পাড়া স্থিত শংকর গীতা আশ্রমে রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে মোদিজীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য্য ,রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' দেশের আত্মিক বন্ধন সুদৃঢ় করে: মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা , ২৯ জুন : আজ, শনিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১২৩তম 'মন কি বাত' পর্ব ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির ৩নং বামুটিয়া মণ্ডলের ৪০নং বুথের গান্ধীগ্রাম স্থিত বৈদ্যনাথ অডিটোরিয়ামে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস এবং অন্যান্য দলীয় নেতা-কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রীর এই ১২৩তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, দেশের প্রতিটি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত' কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারি এবং অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি।

তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন, গৃহপালিত রেশম পোকার গুটি থেকে বোনা মূল্যবান কাপড় এরি সিল্ক মেঘালয়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে, যা জি.আই. ট্যাগ প্রাপ্ত।

মন্ত্রী চৌধুরী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যোগা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মুনি-ঋষিরা যোগা অনুশীলন করতেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণেই রাষ্ট্রসংঘ ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি এমন একটি অর্জন যা বিজেপি সরকার না থাকলেও সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হবে।

বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিজেপি গরীবের রাজনীতি করে না, গরীবের কোনো রং দেখে না। তিনি আরও যোগ করেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দল নির্বিশেষে গরীবদের মাথায় ছাদ করে দিয়েছেন।

পাশাপাশি, মায়েদের চোখের জল মোছাতে উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন।

রামানুজনস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে টেট কোচিং ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: রামানুজনস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টেট কোচিং ক্লাসের ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরার অন্যতম খ্যাতনামা কোচিং সেন্টার রামানুজন"স ইনস্টিটিউট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম আজ এক প্রেস মিটের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে , তারা টেট১ এবং টেট২ পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং ক্লাস চালু করতে চলেছে। এই ক্লাস শুরু হবে ৫ই জুলাই ২০২৫, বিকেল ৩টা থেকে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল ও সমস্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকবৃন্দ। তারা একযোগে এ ই মহৎ উদ্যোগে নিজেদের আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়, কীভাবে এই ইনস্টিটিউট মানসম্পন্ন কোচিং-এর অভাব পূরণ করতে চায় এবং ত্রিপুরার আগামীর শিক্ষক প্রার্থীদের স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করতে চায় ।এই কোচিং ক্লাসগুলো হবে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইনে যাতে রাজ্যের প্রতিটি কোণায় বসেও শিক্ষার্থীরা সহজেই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই ক্লাসগুলো একটি সুনির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী পরিচালিত হবে, যেখানে প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী পাঠদান করবেন টেট-এর সিলেবাস অনুসারে। এটি ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো এতন সুন্দরভাবে সংগঠিত, কাঠামোবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ ফ্রি অনলাইন কোচিং প্রোগ্রাম ।প্রেস মিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রিন্সিপাল বলেন, ত্রিপুরার শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছুক প্রার্থীদের জন্য এই সুযোগ দিতে পেরে আমরা গর্বিত। শিক্ষা একটি অধিকার, এবং সরকারি চাকরির প্রস্তুতি আর্থিক চাপের বিষয় হওয়া উচিত নয়। আমরা প্রতিটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রার্থীর পাশে থাকব তাদের সফলতা যাত্রায় ।ইনস্টিটিউটটি টেট১ ও টেট২পরীক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়েছে যাতে তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং ৫ই জুলাই থেকে শুরুঃ হওয়া ক্লাসগুলোতে অংশ নিতে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ।এই উদ্যোগ ত্রিপুরার ডিজিটাল লার্নিং এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে, যেখানে রামানুজন"স ইনস্টিটিউট ভবিষ্যতের কেরিয়ার গড়ার এবং স্বপ্ন পূরণের পথে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিশালগড়ে কংগ্রেসের হর ঘর কংগ্রেস কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ জুন: বিশালগড়ে জেগে উঠলো কংগ্রেস। পুরাথল রাজনগর এলাকায় এক নাম্বার বুথে প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে হর ঘর কংগ্রেস কর্মসূচি পালন করে।

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার সকাল থেকে বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাথল রাজনগর এলাকায় এক নাম্বার বুথে প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে হর ঘর কংগ্রেস কর্মসূচি পালন করে। এদিনে কংগ্রেসের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা, কংগ্রেস নেতা টিটু আহমেদ সহ অন্যান্যরা।

প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবারে কার্যকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত শ্রবণ করেন। এদিকে কংগ্রেস অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী আপনি জনগণের মনের কথা শুনতে রাজি নন। দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ প্রতিনিয়ত জনগণের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোন আলোচনাই নেয় বলে অভিযোগ করলেন জেলা কোন দেশ সভাপতি গোপীনাথ সাহা।

ধর্মনগরে প্রয়াত নৃপেন্দ্র কুমার রায় স্মৃতি অকশন ব্রিজ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুন: ধর্মনগর শহরের বড় দিঘির পাড়ে অবস্থিত প্রবীণ আঙ্গনে গত ১৬ই মে শুরু হয়েছিল উত্তর জেলা ভিত্তিক প্রয়াত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় স্মৃতি অকশন ব্রিজ প্রতিযোগিতা। প্রায় এক মাস বারো দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা ধর্মনগর শহরের ক্রীড়ামোদী মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ এবং আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

আজ এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, কাউন্সিলর রাহুল কিশোর রায়, ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা প্রাণ গোপাল দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

এই প্রতিযোগিতাটি নিবেদিত ছিল প্রয়াত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও অনুরাগী ব্রিজ খেলোয়াড় এবং ধর্মনগর মহকুমায় দুইবার বিজয়ীও হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র, ইঞ্জিনিয়ার শিব শংকর রায়, পিতার স্মৃতিকে অম্লান রাখতে এবং এই খেলাটির প্রতি আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে এই স্মৃতি টুর্নামেন্টের সূচনা করেন। তিনি জানান, এখন থেকে প্রতিবছর নিয়মিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

এই বছর মোট ৩২টি দল অংশগ্রহণ করেছিল এই প্রতিযোগিতায়। ফাইনালে উত্তেজনাপূর্ণ খেলা শেষে প্রথম স্থান অর্জন করেন ভাস্কর পুরকায়স্থ ও নির্মল দেব। দ্বিতীয় স্থান দখল করেন জয়জিৎ দাসগুপ্ত ও টিটন দে। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন অপ্রীতম চক্রবর্তী ও বিভা বসু গোস্বামী। অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে মেমেন্টো ও পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ধর্মনগর শহর বিগত ছয় বছরে উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। শহর থেকে গ্রামসবখানেই সবুজায়নের উদ্যোগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, নাটক-যাত্রা-খেলাধুলার বিকাশসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে ক্লাবগুলির অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। তিনি সকলকে এই উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখতে এবং সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এক কথায়, ধর্মনগর আজ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম শিরোনাম। খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজে ঐক্য, প্রেরণা ও মননশীলতা গঠনের যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

৩০ শে জুন বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে মক পার্লামেন্টের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: ৩০ শে জুন আগরতলা মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি মিমি মজুমদার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আগামী ৩০ জন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মহিলা মোর্চা আয়োজিত মক পার্লামেন্ট। রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান প্রাক্তন বিধায়িকা তথা বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার।

প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠান শ্রবন করলেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: আজ আগরতলা মেখলিপাড়া চা বাগান শ্রমিকদের সাথে বসে প্রধানমন্ত্রী "মন কি বাত" অনুষ্ঠান শ্রবন করলেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য। সেই সাথে এদিন তিনি উক্ত এলাকায় এক পের মা কি নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিজীর মন কী বাত কার্যক্রম হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংযোগ স্থাপনের একটি সেতু। রবিবার দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর 'মন কী বাত' কার্যক্রমের ১২৩ তম পর্ব শোনার জন্য খয়েরপুর মন্ডলের অন্তর্গত মেখলি পাড়া ৪৪ নং বুথে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বাগান শ্রমিকদের সাথে বসে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শ্রবন করলেন প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্জী। এছাড়াও এদিন তিনি উক্ত এলাকায় এক পের মা কি নাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বৃক্ষরোপন করেন। সেই সাথে অনুষ্ঠানে জনতার সম্মুখে মতবিনিময় করতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী পরিকল্পনা গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ জিও মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন:আগরতলায় জগন্নাথ জিও মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জগন্নাথ জিও মন্দিরসহ রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবছর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উৎসব পালন করে চলেছে। আগামী ৫ জুলাই ফিরা রথ। এই উপলক্ষে জগন্নাথ জিও মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আগরতলা জগন্নাথ জিও মন্দিরের মহারাজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান আগামী ৩০ জুন থেকে পাঁচ দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলবে রাত নয়টা পর্যন্ত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধুসন্তরা অংশগ্রহণ করবেন।

পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধে নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ জুন: পানীয় জলের চরম সংকটের প্রতিবাদে আজ রবিবার খেরেংজুরি জওহর নবোদয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা একত্র হয়ে আসাম-ত্রিপুরা সংযুক্ত ৮নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত জলের অভাবে পড়ুয়াদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, তারা একাধিকবার বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মহাশয়াকে বিষয়টি জানালেও কোনো স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায়নি। জল সংকটের বিষয়টি ধর্মনগর ডি.ডব্লিউ.এস. দপ্তরেও জানানো হয়েছে। জানা গেছে, বিদ্যালয়টি ডি.ডব্লিউ.এস.-এর চুরাইবাড়ি স্থিত রিজার্ভ ট্যাংক থেকে জল সরবরাহ পেয়ে থাকে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সম্প্রতি নিয়মিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার জলের প্রয়োজন। জল সংকট এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, রবিবার ছুটির দিনে অভিভাবকেরা নিজেরাই বিদ্যালয়ে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিবাদে শামিল হন। অবশেষে সকলে মিলে জাতীয় সড়কে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

তবে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল জল সংকটের বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং সমস্যার সমাধানে যথাসম্ভব চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন। এই ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করা না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিভাবকরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas